CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 May, 2024 ■ আগরতলা ১০ মে ২০২৪ ইং ■ ২৭ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

রাজ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের মজুত স্বাভাবিক করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে ঃ খাদ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। রাজ্যে খাদ্য ও বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রয়েছে। তাই এসকল পণ্যসামগ্রীর সংকট নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনও কারণ নেই। পাশাপাশি পেট্রোল ও ডিজেল বিক্রির ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে রাজ্য সরকারের তরফে যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে তা জনসাধারণকে সুষ্ঠুভাবে মেনে চলার জন্য আবেদন করা হচ্ছে। আজ সন্ধ্যায় খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের পক্ষ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ধর্মনগরস্থিত আইওসিএল ডিপো সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় পেট্রোল পাম্পগুলিতে পেট্রোল ও ডিজেলের মজুতের পরিমাণ কিছুটা কম থাকলেও তা অতিসত্বর স্বাভাবিক করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং- বদরপুর অংশের জাটিঙ্গা-লামপুর এলাকায় অতিবৃষ্টিতে রেললাইনে ধূস পড়ায় বিগত কিছু দিন যাবৎ পেট্রোপণ্য সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহিরাজ্য থেকে সড়কপথে রাজ্যে আমদানি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে উক্ত এলাকায় রেললাইন সারাইয়ের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রায়াল রান হিসেবে গতকাল জ্বালানি তেলবাহী একটি ট্রেন উক্ত এলাকা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে রেললাইনে ফের সমস্যা দেখা দেয়। তবে তা সারাইয়ের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করছে। আশা করা হচ্ছে রেলপথে খুব শীঘ্রই পণ্য পরিবহণ পরিষেবা পুনরায় চালু করা সম্ভব হবে।

প্রেস রিলিজে আরও জানানো হয়েছে, আইওসিএল কর্তৃপক্ষ রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ বন্ধ হওয়ার পর থেকেই আসামের বেতকুচি, লামডিং ও শিলচর ডিপো থেকে সড়ক পথে ট্রাক ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে রাজ্যে নিয়মিত পেট্রোল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধৈর্য ধরুন : মন্ত্রী সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে আসামের ঝাটিঙ্গা এলাকায় রেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে। ফলে বিভিন্ন পণ্য এবং পেট্রোলিয়াম ট্রেন গুলি রাজ্যে প্রবেশ করতে পারছে না। যার ফলে রাজ্যের পেট্রোল পাম্প গুলিতে দীর্ঘ লাইন লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে। তবে এই সমস্যা সমাধানে রাজ্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্যে পন্য বাহি ট্রেনগুলি যেন প্রবেশ করতে পারে তার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

তিনি আরো বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই বিষয়টির দিকে নজর দিচ্ছেন। পাশাপাশি মন্ত্রি সুশান্ত চৌধুরীও সমস্ত ঘটনার উপর লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যে পণ্যবাহী রেলগাড়িগুলি প্রবেশ করবে। এবং জ্বালানি সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব মিটবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ইতিমধ্যেই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার বৈষ্ণবকে চিঠি দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে রেল এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে দপ্তর। এমনটাই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও মন্ত্রী বলেন, যারা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করেন বিভিন্ন সময় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়ারী কর্মীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান করার নির্দেশ উচ্চ আদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীদের পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান করার নির্দেশ দিল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। উচ্চ আদালতের রায় সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীদের গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুড়িজন মহিলা অঙ্গনওয়ারী সহায়িকা কর্মী উচ্চ আদালতে মামলা করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার এই মামলার রায়ে বিচারপতি এস দত্ত পুরকায়স্থ জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা কর্মীরা পেমেন্ট অফ গ্র্যাচুইটি অ্যাক্ট অনুসারে গ্র্যাচুইটি পাওয়ার যোগ্য। তাই রাজ্য সরকারকে সকল অঙ্গনারী সহায়িকা কর্মীদের অবসরে যাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে গ্র্যাচুইটি প্রদান করতে হবে। ৩০ দিন পার হলে এর সঙ্গে ৭ শতাংশ সুদ সমেত সেটি প্রদান করতে হবে। উচ্চ আদালতের এই রায়ে খুশি অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন।

ভিকি হত্যা মামলায় ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত শুটার আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। ভিকি হত্যা মামলায় ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত শুটার আকাশ কর। ধৃত আকাশ করকে রাজ্যে নিয়ে আসতে ইতিমধ্যে ত্রিপুরা পুলিশের একটি টিম রওনা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গত, ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে ভিকি হত্যাকাণ্ডে এবার আরো এক নয়া মোড়। ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত শুটার আকাশ কর।

উল্লেখ্য, ভিকি হত্যাকাণ্ডে পুলিশ ইতিমধ্যেই বাবুল দত্তের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন। জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তার মোবাইল ফোনটি নিয়ে ফোনটি নিয়ে গেছিল পুলিশ। তারপর থেকে ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে অভিযোগ বাবুল দত্তের মেয়ের। তিনি আরো জানান, এই ঘটনার কয়েকদিন পর গত সোমবার এই খুন কাণ্ডে গ্রেফতার সুস্মিতার মা এবং বোন বাবুল দত্তের বাড়িতে গেছিলেন। সঙ্গে আরো দুজন উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজেদের পুলিশ বলে দাবি করলেও বাবুল দত্তের মেয়ের দাবি তারা পুলিশ ছিলেন না।সুস্মিতার মা এবং বোনকে বাবুল দত্তের বাড়িতে রাখার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। যদিও বাবুল দত্ত এতে রাজি হননি। তারপর থেকেই বাবুল দত্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। শেষ পর্যন্ত গত মঙ্গলবার তিনি বিষ পান করেন। তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। বাবুল দত্তের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ পুলিশের চাপে পড়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। এই খুন কান্ডের সঙ্গে বাবুল দত্তের কোন যোগ সূত্রই ছিল না। তাকে শুধু শুধু হেনস্থা করেছে প্রশাসন। যার ফলে তিনি বিষ পান করেছেন। তাছাড়া, ভিকি হত্যা মামলায় ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত শুটার আকাশ কর। ধৃত আকাশ করকে রাজ্যে নিয়ে আসতে ইতিমধ্যে ত্রিপুরা পুলিশের একটি টিম রওনা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে।

ভিকি খুন কাণ্ডে নয়া মোড়

আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি পুলিশের চাপেই দাবি পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। ভারতরত্ন সংঘের সম্পাদক দুর্গা প্রসন্ন দেব ওরফে ভিকি হত্যাকাণ্ডে এবার আরো এক নয়া মোড়। আত্মহত্যা করলেন বাবুল দত্ত(৫০)। ওই ব্যক্তির বাড়ি পশ্চিম নোয়াবাদি আমতলী এলাকায়।

উল্লেখ্য, ভিকি হত্যাকাণ্ডে পুলিশ ইতিমধ্যেই বাবুল দত্তের বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন। জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে তার মোবাইল ফোনটি নিয়ে ফোনটি নিয়ে গেছিল পুলিশ। তারপর থেকে ওই ব্যক্তি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলে অভিযোগ বাবুল দত্তের মেয়ের। তিনি আরো জানান, এই ঘটনার কয়েকদিন পর গত সোমবার এই খুন কাণ্ডে গ্রেফতার সুস্মিতার মা এবং বোন বাবুল দত্তের বাড়িতে গেছিলেন। সঙ্গে আরো দুজন উপস্থিত ছিলেন। তারা নিজেদের পুলিশ বলে দাবি করলেও বাবুল দত্তের মেয়ের দাবি তারা পুলিশ ছিলেন না।

সুস্মিতার মা এবং বোনকে বাবুল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্মৃতি রেখা চাকমা পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত

নয়াদিল্লি, ৯ মে ।। ভারতের রাষ্ট্রপতি আজ নয়াদিল্লিতে নাগরিক সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বস্ত্রবয়ন শিল্পে অনবদ্য কৃতিত্ব রাখার জন্য ত্রিপুরার শ্রীমতি স্মৃতিরেখা চাকমাকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করলেন। পুরস্কার প্রাপকের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিবরণ:

শ্রীমতি স্মৃতি রেখা চাকমা (পদ্মশ্রী):

চাকমা জনজাতির একজন দক্ষ বস্ত্রবয়ন শিল্পী শ্রীমতি স্মৃতিরেখা চাকমা ত্রিপুরার ঐতিহ্যপূর্ণ বস্ত্রশিল্পের কারিগর হওয়ার পাশাপাশি টেক্সটাইলস ক্ষেত্রের আধুনিক ঐতিহ্যবাহী ডিজাইনারও।

২) শ্রীমতি স্মৃতিরেখা চাকমা ১৯৬৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বালিকা বয়স থেকেই প্রথাগত কোমড় তাঁত দিয়ে বয়ন শুরু করেন, পরবর্তীতে কম বয়সেই দক্ষ হয়ে উঠেন। তিনি জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন গাছ, লতাপাতা, বীজ, ফুল, ভেষজ, শেকড়, গাছের ছাল ইত্যাদি পরিবেশ-বান্ধব সামগ্রী দিয়ে সূতির সুতোকে রাঙানোর কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাজ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত, এমনকি বিদেশেও বিভিন্ন মন্দির ও জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ সৃষ্টির প্রদর্শনের জন্য ত্রিপুরা, দিল্লি, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও আসামে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন।

৩) শ্রীমতি চাকমা দেশের বাইরেও বিভিন্ন আলোচনা সভা এবং কর্মশালায় ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দিয়েছেন। যার মধ্যে আছে, ২০০৯ সালে ঢাকায় রিজিওনাল ব্যাক স্ট্র্যাপ লুম কনফারেন্স এন্ড ওয়ার্কশপ, ২০০৯ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইন্ডিয়া জোটের জয় নিশ্চিত ঃ আশীষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। ইন্ডিয়া জোটের জয় নিশ্চিত। আজ বিলোনীয়া কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বার্তা দিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনের কংগ্রেস দলের প্রার্থী তথা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে এক সাংগঠনিক সভায় যোগ দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। সাংগঠনিক সভার শুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তিনি জানান ইন্ডিয়া জোটের জয় নিশ্চিত।

তিনি আরো বলেন সুশাসনের কথা বলে আমাদের দেশে ১০ বছরও রাজ্যে ছয় বৎসর সরকারে থেকে মানুষের কর্মসংস্থানের পথকে বন্ধ করেছে, মূল্য বৃদ্ধি চাপে সারা দেশব্যাপী সাধারণ গরি অংশের মানুষ থেকে শুরু করে একটা বিরাট অংশের জনগণকে আজকে অর্থনৈতিক অসুবিধা সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আয়ের থেকে ব্যয় বেশি মানুষ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। মাতৃহারা হলেন বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে। বৃহস্পতিবার রাত ৭ টা ৫৫ মিনিটে ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া দে। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পরতেই শোকের ছায়া নেমে আসে সংবাদ জগতে। গত কয়েক মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি সামনে আসতেই কলকাতা টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। কলকাতায় চলছিল উন্নত চিকিৎসা। কয়েক দিন আগেই আগরতলায় নিয়ে আসা হয়েছিল। অবস্থার অবনতি হওয়ার কারনে ভর্তি করা হয়েছিল আগরতলার আঞ্চলিক ক্যান্সার হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা বিফল করে দিয়ে আজ প্রয়াত হলেন তিনি। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, পুত্র বধূ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চকলেট গলায় আটকে মৃত্যু শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ৯ মে ।। যে শিশুটা গোটা বাড়ি মাতিয়ে রাখত, যার আনাগোনাতে গোটা বাড়ি মুখরিত থাকতো, আজ সে চির নিদ্রায়। মাত্র ১৩ মাস বয়সী ছোট্ট প্রাণোচ্ছল অংশু চিরতরে চির নিদ্রায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরের এডিসি ভিলেজের হাইস্কুলে মিড ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মিড ডে মিল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। কৈলাসহরের চন্ডিপুর ব্লকের সিঙিরবিল এডিসি ভিলেজের সিঙিরবিল ইংলিশ মিডিয়াম হাইস্কুলে চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও দুর্নীতি কায়েম হয়েছে। বিশেষ করে স্কুলের সকাল ও দুপুর শাখায় মিড ডে মিলের বালাহার নিয়ে চলছে দুর্নীতি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক সূয্যমনি সিনহার কথানুযায়ী স্কুলের দুই শাখায় ছাএছাত্রী সংখ্যা সকালে ১১৪জন ও দুপুরে ১৫০জন।

কিন্তু স্কুলের জনৈক অভিবাভকের অভিযোগ, কোনদিনও সব ছাএছাত্রী স্কুলে উপস্থিত হয়না।অথচ পুরো সংখ্যা উপস্থিত থাকে দেখিয়ে সব মিড ডে মিল সামগ্রী তোলা হয়। অথচ উপস্থিত থাকে প্রতি দিনড অধ্যেকের কম।এছাড়া যে ঘরটি মিডডে মিল খাবার জন্য তৈরি করা হয়েছে।সেই ঘরের বারান্দায় বসে ছাএদের খাবার খাওয়ানো হচ্ছে।মিড ডে মিল রুমে প্রধান শিক্ষক চাইছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রত্যন্ত এলাকায় বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। প্রত্যন্ত এলাকায় বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, মে মাসেও দেখা নেই পাঠ্যবইয়ের। পঠনপাঠনে উৎসাহ হারাচ্ছে শিক্ষার্থীরা, কালঘুমে দপ্তর।

মডেল রাজ্যে সবকা সাথ সবকা বিকাশের আমলে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্কুলশিক্ষা ব্যাবস্থা দস্তুরমতো বিপর্য্যস্ত।অথচ ২০১৮ সালে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই গুণগত শিক্ষার বুলি আওড়ে মানুষের কান রীতিমতো ঝালাপালা করেছেন মডেল রাজ্যের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শিক্ষায় নাকি এখন সারা দেশকে পথ দেখাচ্ছে ত্রিপুরা। সুশাসনের রাজ্যে নাকি এখন নতুন বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এক মহা যুগান্তকারী পরিবর্তন নাকি ঘটে গেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দৌলতে।এসবই রাজ্যের হাল আমলের শিক্ষামন্ত্রী মুখনিসৃত বাণী। কিন্তু এসব বড় বড় বুলি সবটাই আসলে ফাঁকা আওয়াজ, বাস্তবের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

অথচ সাফল্যের কল্পকাহিনী প্রচার করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ বাড়িতে ১৬ থেকে ১৭ প্রজাতির আমের নার্সারি করে তাক লাগিয়ে দিল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে ।। ইচ্ছে শক্তি থাকলেই উপায় হয়' কথাটি যে বাস্তব তা প্রমাণ করলো ধর্মনগরের এক যুবক। নিজ বাড়িতে ১৬ থেকে ১৭ বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী প্রজাতির আমের নার্সারি করে তাক লাগিয়ে দিল ধর্মনগর শহরবাসীকে। ম্যাঙ্গো ম্যান বলে তাকে সবাই চেনে।

জানা গিয়েছে, ধর্মনগর মহকুমা অন্তর্গত শাকাইবাড়ী ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার এক যুবক নাম বিশ্ব রঞ্জন দেবনাথ, বয়স ৩৯। সে ধর্মনগর পড়াশোনা শেষ করার পর পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় ত্রিপুরা রাজ্যে ত্যাগ করে বহিঃরাজ্যের কলকাতা তারপর হায়দ্রাবাদ চলে যায় অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে ও পরিবারকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দে রাখার জন্য। বহিঃরাজ্যে কয়েক বছর থাকার পর তার ইচ্ছে হয় সে নিজের রাজ্যেই নিজের বাড়িতে এসে কিছু করবে, সেই লক্ষ্যেই সে চলে আসে ধর্মনগর তার নিজস্ব বাড়িতে।

কিছুদিন ঘোরাঘুরির করার পর সে পরিকল্পনা করে একটি নার্সারি বাগান তৈরি করবে তার বাড়ির আধকানি জায়গাতে, সেই সুবাদে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য সে পুনরায় চলে যায় হায়দ্রাবাদে এবং ফার্স ফুড নার্সারি নামে একটি সংস্থার সে এক মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ নেয়। বাড়িতে ফিরে এসে যথারীতি সে বিভিন্ন রকমের চারা গাছের নার্সারি করতে শুরু করে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে ফলের গাছ। সে তার নার্সারিতে চারা গাছ তৈরি করে এবং বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা শুরু করে, ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে ফুলের গাছ, ফলের গাছ, বিভিন্ন ধরনের পাতাবাহার চারা গাছ বিক্রি করে।

এরকম করতে করতে সে নিজের বাড়িতে একটি বিশাল নার্সারি বাগান তৈরি করে ফেলেছে, তার নার্সারিতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফলের গাছ তার মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির ১৬ থেকে ১৭ ধরনের আমগাছ রয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রজাতির আম রয়েছে তার বাগিচায় তাছাড়া বিদেশের তথা থাইল্যান্ড ও আমেরিকান প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের আম রয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির আমের মধ্যে রয়েছে আলফানসো, মিয়াজাকি, নাম ডগ মাই, কিউজাই, চাকাপাত, কাটিমোন, কেননা ম্যাংগো, গোলাপ খাস, আর টু ই টু, রেড পালমার, হিমসাগর, দশেরি, ইত্যাদি ঊ কিছু কিছু আম গাছে এখনো আমের বোল দিচ্ছে।

বর্তমানে তার নার্সারিতে সবগুলি আম গাছেই ধরে রয়েছে আম। এই দেখে প্রতিদিনই ধর্মনগরের বিভিন্ন জায়গা থেকে জনগণ ভীর জমাচ্ছে তার বাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই তার ইচ্ছে ছিল একটি নার্সারি করার যা এখন বাস্তবায়নের রূপ নিয়েছে। এখন তার নাম পড়েছে 'ম্যাংগো ম্যান' হিসেবে এই নাম বললেই সবাই চেনে তাকে। সে জানায় ছোটবেলা থেকেই কারো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জায়গা ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে স্বদলীয়দের সংঘর্ষ প্রকাশ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ মে ।। ১২ কোটি টাকার জায়গা নিয়ে সোনামুড়া স্বদলীয় নেতাদের সংঘর্ষ উঠে এলো প্রকাশ্যে। জায়গা ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের দুই জন প্রতিনিধির বিবাদ চরম আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ। জায়গা ক্রয়ে নাম উঠে আসছে সোনামুড়া মন্ডল প্রেসিডেন্ট বিশ্বজিৎ দাসের।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, সোনামুড়ি ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘ বহু বছর যাবৎ কিছু মিষ্টির দোকান এবং অন্যান্য দোকানদাররা এখানে ব্যবসা করে আসছিলো। হঠাৎ কিছুদিন আগে মন্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস এবং সোনামুড়া নগর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২০৭ ▫ ১০ মে ২০২৪ ইং▫ ২৭ বৈশাখ ▫ শুক্রবার ▫১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ইসরোর অনন্য সাফল্য

আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও গবেষণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতিতে দেশ ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের অন্যতম একটি রাষ্ট্রের পরিণত হইতেছে। ইহা ভারত ও ভারতবর্ষের অতীব গর্বের বিষয়। এর মূল কারিগর ইসরোর বিজ্ঞানীরা। ইসরো ফের এক অনন্য সাফল্যের স্বাদ উপভোগের সুযোগ করিয়া দিল দেশকে। আগামী দিনের মহাকাশ গবেষণায় ইসরোর এই সাফল্য তাহাদের অন্য মাত্রায় নিয়া যাইবে।যত দিন যাইতেছে মহাকাশ বিজ্ঞানে প্রযুক্তিগত প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে কোনও ধরনের রকেটকে মহাকাশে পৌঁছাইয়া দিতে হইতেছে বিজ্ঞানীদের। সেই ব্যবস্থা পাকা করিতে হইতেছে।

আর মহাকাশে কোনও যানকে পৌঁছে দিতে একমাত্র ভরসা রকেটকে সঠিকভাবে মহাকাশে পাঠাইতে দরকার জ্বালানি। আগামী প্রজন্মের রকেট কিন্তু বর্তমান জ্বালানির চেয়েও ভাল কিছু চাইছে।

কারণ তাকে আরও অনেক বেশি পেলোড অর্থাৎ ওজন নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দিতে হইবে। ইসরো সেই নতুন জ্বালানি এবার তৈরি করিয়া ফেলিল।

তরল অক্সিজেন ও কেরোসিন দিয়া তাহারা সেমি-ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিনের এমন এক জ্বালানি তৈরি করেছে যা রকেটের ওপর যে প্রবল ধাক্কার প্রয়োজন পড়ে তা দিতে সক্ষম।যাহাতে সেই রকেট অনেক বেশি পেলোড নিয়াও অনায়াসে মহাশূন্যে পৌঁছিয়া যাইতে পারে। এই সাফল্য ইসরোকে আগামী প্রজন্মের রকেটকে মহাশূন্যে পাঠাইতে প্রভূত সাহায্য করিবে বলিয়া মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞেরা।

প্লে-অফের দৌড় থেকে সবার আগে বাদ পড়ল মুম্বই

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.): প্লে-অফের দৌড়ে সবার আগে বাদ পড়ল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। বুধবার রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও লখনৌ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ শেষে হার্দিক পান্ডিয়া বাহিনীর মুম্বইয়ের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেল।

এদিন মুম্বইকে হারিয়ে হায়দরাবাদ ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন টেবিলের তিন নম্বরে আছে। আর ১৬ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালস।১২ পয়েন্ট করে পেয়ে চারে আছে চেন্নাই সুপার কিংস, পাঁচে দিল্লি ক্যাপিটালস ও ছয়ে আছে লখনৌর। আর ২ ম্যাচ হাতে রেখে ৮ পয়েন্টধারী মুম্বইয়ের পক্ষে এই তিন দলকে ধরা সম্ভব। তবে এদের মধ্যে লখনৌ ও দিল্লির মুখোমুখি একটি লড়াই রয়েছে। আর এখানে যে কোনো একটি দল অন্তত ১ পয়েন্ট পাবেই। সুতরাং

১৩ পয়েন্টধারী কোনো দলকে ধরা সম্ভব হবে না মুম্বইয়ের। অর্থাৎ মুম্বই বাকি ২টি ম্যাচে জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ১২। তখন শেষ চার দলে নাম লেখাতে পারবে না মুম্বই।

মন্টি পানেসরের রাজনীতি, এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিগবাজি!

লন্ডন, ৯ মে (হি.স.): রাজনীতি করতে এসে এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিগবাজি খেলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন বোলার মন্টি পানেসার। তিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর ঘোষণা করার এক সপ্তাহের মধ্যেই সরে দাঁড়ালেন। পানেসার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে ইতি টানার পর রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছিলেন। যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। তবে সেই ঘোষণার সাত দিন পার হতেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন এই ক্রিকেটার!

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক বিবৃতিতে পানেসার লিখেছেন, 'আমি একজন গর্বিত ব্রিটিশ যে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে সম্মানিত হয়েছে। আমি এখন দেশের মানুষকে সাহায্য করতে চাই। তবে আমি এখনো যাত্রার শুরুর দিকে আছি, রাজনীতি কীভাবে মানুষকে সহায়তা করে, সেটা এখনো আমি শিখছি। যে কারণে আমি ওয়ার্কার্স পার্টির হয়ে সাধারণ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।'

আরও দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা বিএসপি-র, কুশীনগরে লড়বেন শুভ

লখনউ, ৯ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের জন্য আরও দু'টি সংসদীয় আসনের প্রার্থী ঘোষণা করল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। এই নিয়ে ১৪-তম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিএসপি। বৃহস্পতিবার প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কুশীনগর ও দেওরিয়া লোকসভা আসন নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল।

বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী কুশীনগর লোকসভা আসন থেকে শুভ নারায়ণ চৌহান এবং দেওরিয়া লোকসভা আসন থেকে সন্দেশ যাদব ওরফে মিস্টারকে প্রার্থী করেছেন। আগামী ১১ মে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন বিএসপি প্রার্থী মিস্টার। প্রসঙ্গত, দেওরিয়া লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী হলেন শশাঙ্ক মণি ত্রিপাঠী এবং ইন্ডি জোট কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র অখিলেশ প্রতাপ সিংকে প্রার্থী করেছে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: ৩ মিনিটের ঝড়ে লন্ডভন্ড বায়ার্ন, ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

মাদ্রিদ, ৯ মে (হি.স.): কথায় আছে ওস্তাদের মার শেষ রাতে। সেটাই যেন দেখিয়ে দিল রিয়াল মাদ্রিদ। বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচের ৮৭ মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে। শেষ ৩ মিনিটের ঝড়েই লণ্ডভণ্ড বায়ার্ন। জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল রিয়াল। উঠে গেল ফাইনালে।

বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ২-১ গোলে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ, দুই লেগ মিলিয়ে তারা জয় পেলে ৪-৩এ। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় তারা ড্র করেছিল ২-২ গোলে।

প্রথমার্ধে আধিপত্য ছিল স্বাগকিতদেরই। পুরো ৪৫ মিনিটই বায়ার্ন মিউনিখের রক্ষণকে ব্যস্ত রেখেছিল তারা। শুধু গোলটাই হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরে বায়ার্ন।

ম্যাচের ৬৮ মিনিটে আলফনসো ডেভিস সফরকারী দলের হয়ে গোল করেন।উল্লাসে ফেটে পড়ে বায়ান। খেলা শেষ হতে তখন আর ২ মিনিট বাকি। এই সময় জোসেলুর গোলে রিয়াল ফেরে সমতায়। ৩ মিনিট পর আবারও গোল করেন জোসেলু। ২-১ এগিয়ে যায় রিয়াল। বাকি কয়েকটা মিনিট রিয়াল ছিল শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায়।

৪০ বছর পর ফুটবলে অলিম্পিক স্বর্ণপদক জিততে উন্মুখ ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট

প্যারিস, ৯ মে (হি.স.): ৪০ বছর পর ফুটবলে অলিম্পিক সোনার পদক জিততে উন্মুখ হয়ে আছেন ফ্রান্স প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি অলিম্পিক নিয়ে বেশ মাথা ঘামাচ্ছেন। বিশেষ করে কিলিয়ান এমবাপ্পে ফ্রান্স দলে খেলবেন কিনা তা নিয়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন সময় উদ্বেগ দেখিয়েছেন ম্যাক্রো।

তবে ফ্রান্স প্রেসিডেন্টের এমবাপ্পেকে দলে খেলানো নিয়ে নানা তৎপরতা থাকলেও আপাতত অলিম্পিক নিয়ে কোন ভাবনা নেই এমবাপ্পের।

উষ্ণযুগের এই পৃথিবী

ভূলোকে মাঠ-ঘাট জ্বলছে, পুকুরের মাটি শুকিয়ে ফুটিফাটা, জলের তল নেমে যাচ্ছে, জলাভাবে মানুষ নাজেহাল। দ্যুলোকে মেঘের নামমাত্র চিহ্ন নেই, সকাল থেকেই ঝরে পড়ছে আগুন, আর যেটুকু বাতাস বইছে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে তপ্ত হলকা। প্রায় এক মাস হতে চলল পশ্চিমবঙ্গের এই হাল। কত কাল আগে কালবৈশাখী হয়েছিল, মানুষ ভুলে গিয়েছে।

বৃষ্টির আশায় শহর থেকে গ্রাম, ফুটপাতবাসী থেকে সুউচ্চ অট্টালিকার বাসিন্দা হাপিত্যেশ করে অপেক্ষায়। এমন নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ চৈত্র দিয়ে গেল বৈশাখকে, আর সে তাপের রেগুলেটর ধীরে ধীরে বাড়িয়েই চলেছে। তাপমাত্রা কত তাতে আর লোকের আগ্রহ নেই, ওটা এখন একটা সংখ্যামাত্র, আসল হল তাপ যা সহনীয় মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় বাতানুকূল যন্ত্রের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা, জোগান দিতে না পারলে পাওয়ার কাট।

গত শতক থেকে কায়িক শ্রমের ঘরোয়া সামগ্রীগুলো বৈদ্যুতিক যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।এসেছে বৈদ্যুতিক আলো-পাখা, মিক্সি-গ্রাইন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, রেডিয়ো, টেলিভিশন, এসি। জীবনযাপনে এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়ে উঠেছে। ফলে শুধু ভারত নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে বিদ্যুতের চাহিদা ও ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ৪২৬১৩২ মেগাওয়াট। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১৮৪৪ টেরাওয়াট ঘণ্টা। ওই বছরের সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে ভারতে বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়েছে নানা ধরনের শিল্প ও কলকারখানায় ৪১ শতাংশ , গার্হস্থ কাজে ২৬ শতাংশ, কৃষিকাজে ১৭.৫ শতাংশ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক সংস্থায় ৮.৩ শতাংশ। মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৭১.৫ শতাংশ অর্জিত হয় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে, যার মূল উপাদান কয়লা। এ ছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাস (৩.৮ শতাংশ), জলবিদ্যুৎ (৯.৯ শতাংশ), নিউক্লিয়ার (২.৯ শতাংশ), এবং পুনর্নবীকরণ উৎস যেমন বায়ু, সৌরশক্তি, বায়োমাস ইত্যাদি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। বিশ্বে ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। বোঝা যাচ্ছে, যে ভাবে সভ্যতা আধুনিক হয়ে উঠেছে, তার অনেকটাই নির্ভর করছে বিদ্যুতের উপর, এবং সেই বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। এ দিকে জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারে আমাদের ধরিত্রী তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা এও বলছেন যে, ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভরতা ৩০ শতাংশ করতে হবে, নইলে সমূহ বিপদ।

যে ভাবে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এবং বিভিন্ন দেশে কয়লা উৎপাদন ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই হিসাব মাথায় রাখলে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। বলা হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন হতে শুরু করেছে, গরম হয়ে যাচ্ছে সমুদ্র, মাটি। জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের জন্য বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির পরিমাপ তাঁরা দেখিয়েছেন। এ দিকে ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন পৃথিবীর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি স্বাভাবিক, কারণ আমরা এখন উষ্ণযুগের মধ্য দিয়ে চলেছি। হিমবাহ যুগের সমাপ্তি ঘটেছে, বারো হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে উষ্ণযুগ। এর ফলে ক্রমে পৃথিবী গরম হবে তবে এক নাগাড়ে নয়, ক্রমে ক্রমে। মাঝেমধ্যে শীতল আবহাওয়া আসবে। যেমন বারো থেকে ছয় হাজার বছর আগে পর্যন্ত পৃথিবী

এমন গরম হয়েছে যে দুই মেরুবৃত্তে হিমবাহ যুগে যা বরফ জমেছিল তার অর্ধেক গলে গিয়েছে, আর এরই জন্য সমুদ্রের জলের মাত্রা ১২০ মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই ছয় হাজার বছরের মধ্যে আবার মাঝে-মাঝে শীতল আবহাওয়াও ছিল। যেমন, আট হাজার বছরেরও কিছু আগে "আটলান্টিক মেরিডিয়োনাল ওভারটার্নিং সার্কুলেশন" নামে পরিচিত সমুদ্রস্রোতের একটি প্রধান "সিস্টেম"-এ পরিবর্তনের কারণে উত্তর অতলান্তিক ও উত্তর ইউরোপ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় শীতল হয়ে গিয়েছিল। তা পৃথিবীব্যাপী বৃষ্টিপাতের ধরনকেও প্রভাবিত করেছে। কয়েকশো বছরের মধ্যে আবার গরম হয়ে যায়, এখনকার পৃথিবী সেই তাপমাত্রায় এখনও পৌঁছয়নি। মনে করা হয়, লবণাক্ত সমুদ্রের জলে বরফগলা মিষ্টি জলের মিশ্রণের জন্যেই উল্লিখিত "সার্কুলেশন"-এর পরিবর্তন হয়। ফলে পৃথিবী গরম বা ঠান্ডা হওয়াটা শুধুমাত্র গ্রিনহাউস গ্যাস বেড়ে যাওয়ার মতো একটা সহজ পদ্ধতিতে হয় না।

উষ্ণায়নের জন্যে শুধু মেরু অঞ্চলের বরফই যে গলেছে তা নয়, সুউচ্চ পর্বতগুলোর মাথায় হিমবাহের গলনও উল্লেখ্য। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার যুগে অতি উন্নত মানের নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রমাণ মিলেছে, এবং এও জানা গেছে, উত্তরোত্তর সেই নালার জল পরিবহণের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। মনে করা হয়, মধ্য-হলোসিন যুগে উষ্ণায়নের প্রভাবে হিমালয়ের হিমবাহ গলে যাওয়ায় সিন্ধু নদ দিয়ে প্রবাহিত জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জন্যই নালা বার বার সংস্কারের প্রয়োজন হয়েছিল। হিমবাহের বরফ গলে জল জমে থাকে পাহাড়ের গায়ে নিকটবর্তী কোনও গর্তে। সেই গর্ত তখন সাময়িক হ্রদের চেহারা নেয়। জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে তার চাপে গর্তের পাথরে ফাটল ধরে, জল হুড়মুড়িয়ে নীচে নেমে এসে প্লাবন ঘটায়। এমন ঘটনা হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে ঘটেছে। এপ্রিলের গোড়ায় রাশিয়ার উরাল পর্বতে হিমবাহ গলে জলের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে উরাল নদীর বন্যায় রাশিয়া ও কাজাখস্তানে চৌত্রিশ হাজার ঘরবাড়ি ভেসে যায়, এক লক্ষ লোককে স্থানান্তরিত করতে হয়। হিমালয়ে ১৪,৭৯৮ হিমবাহের মধ্যে সাম্প্রতিক কালে কিছু হিমবাহের সঙ্কোচন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক চরিত্রকে কিছু প্রভাবশালী দেশের মানুষ রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে বাণিজ্যিক করে তুলতে চাইছে। আমরা এখনও জানি না বিশ্ব উষ্ণায়নে মানুষ কতটা দায়ী; শুধু গ্রিনহাউস গ্যাসের সংখ্যা ও মাত্রা দিয়ে প্রকৃতির চরিত্রকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তা হলে চারশো কোটি বছর ধরে চলা হিমবাহ-উষ্ণায়নের চক্র অস্বীকার করতে হয়, সাম্প্রতিক উষ্ণযুগ এবং তার ফলে ক্রমশ গরম হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে শীতল-উষ্ণ সময়ের চক্রের ফলে উদ্ভূত যাবতীয় নিদর্শনকে অস্বীকার করতে হয়। পৃথিবী আরও গরম হবে, গ্রিনল্যান্ডের অনেকটা বরফ মুক্ত হয়ে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ উন্মুক্ত হবে, হিমবাহের বরফ গলবে, নদীতে জলোচ্ছ্বাস হবে, সমুদ্রের জলের মাত্রা বাড়বে, অনেক প্রাণী শেষ হয়ে যাবে, নতুন প্রাণ জেগে উঠবে। এই সত্য স্বীকার করে মানুষকে তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। সূর্যের তাপশক্তি বিশ্বের জলবায়ুকে চালিত করে। সমুদ্রের স্রোত এর ফলে বিঘ্নিত হওয়ায় সারা পৃথিবীতে বড় ধরনের প্রভাব পড়ে। সৌরতাপে ক্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের বাতাস ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য মাঝেমধ্যে "বাণিজ্য বাতাস" দুর্বল হয়ে পড়ে। একে বলা হয় "এল নিনো"। এ এক "বৈশ্বিক জলবায়ু ঘটনা" যা কয়েক বছর অন্তর হয়ে থাকে। এই সময় উষ্ণ বাতাস পূর্ব থেকে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের দিকে বইতে শুরু করে। এই উষ্ণ বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ঢুকে এক বিশাল এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে তাকে গরম করে তোলে। গত বছরের শেষার্ধ থেকে ভারতে এল নিনো-র প্রভাব চলছে, যার কারণে পশ্চিম থেকে তীব্র শুষ্ক হাওয়া ঢুকে, এই সময়ে যা স্বাভাবিক সেই বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাতাসকে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। আগামী জুন অবধি এই তাপপ্রবাহ চলবে বলে বিজ্ঞানীদের মত।

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্বপূর্ববর্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি History ই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুক্কুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না "ধর্মার্থকাম মোক্ষাণাম পদেশসমন্বিতম পূর্ববৃত্তক থাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটসপ্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকেমহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, কিন্তু লিবি বা হেরোডোটাস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীকলিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না। পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীকলেখক Megasthenes এবং Ktesias এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয় ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য!! কি অপরাধে?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে মহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাইমহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয়, তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিতে হইলে, তাহাতে পরবর্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান নালিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ, মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার যে লোভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদিগের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্যন্ত কেহ জানে না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব। বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই। কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না, সর্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত;বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমন হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর;ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইলও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীনও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাইমহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্তব্য? বিখ্যাত ঢত্রত্নত্র সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্মনির অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ি-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না। এখানে জর্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্বক ডাক্তার শ্বান্বেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মেগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিসমহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সেবক-রংপো নতুন রেল লাইন প্রকল্পে অন্য একটি ফলক টানেল নং টি-০৪-এ সাফল্য অর্জন

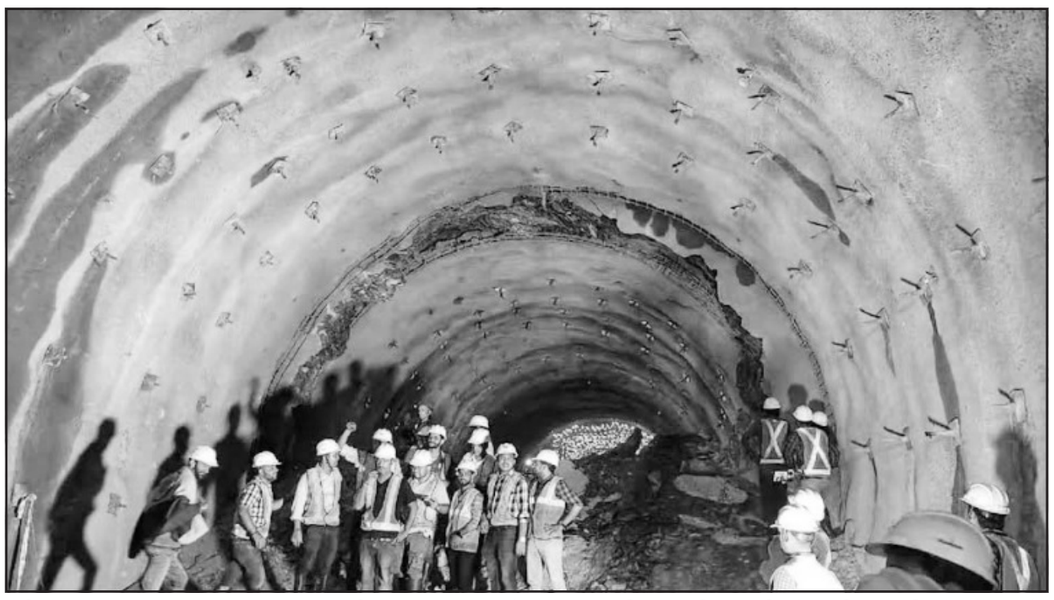

মালিগাঁও, ৯ মে, ২০২৪: ৮ মে, ২০২৪ তারিখে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত সেবক-রংপো রেল প্রোজেক্ট (এসআরআরপি)-এর টানেল নং টি-০৪/পি২ (দৈর্ঘ্য ৩৯৪৮ মিটার)-এর অ্যাডিট-এ এক সাফল্য অর্জন করা হয়েছে। এই টানেলের সাফল্যের ফলে এই প্রকল্পের সমস্ত অ্যাডিট টানেল খননের কার্যকলাপ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার হনুমান ঝোরা নিকটে অবস্থিত ৫৯৯ মিটার দৈর্ঘের ইভাকুয়েশন টানেলের পাশাপাশি মূল টানেল টি-০৪ এর দৈর্ঘ ৩৯৪৮ মিটার। মূল টানেলটি দুর্বল ও প্রত্যাহ্বানমূলক ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা এবং তরুণ হিমালয়ের ভূকম্পীয় অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। এসআরআরপি-এর অন্যান্য সমস্ত টানেলের মতো মাটির ভারের দুর্বলতা প্রতিরোধ করতে, সর্বশেষ ও সবচেয়ে আধুনিক ও পরিশীলিত টানেলিং টেকনোলজি তথা নিউ অস্ট্রিয়ান টানেলিং মেথড (এনএটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে।

সেবক-রংপো নতুন রেল সংযোগী প্রকল্পটি প্রায় ৪৫ কি.মি. লম্বা, যা সেবক (পশ্চিমবঙ্গ) ও রংপোকে (সিকিম) সংযুক্ত করবে এবং ১৪টি টানেল, ১৩টি মেজর ব্রিজ, ০৯টি মাইনর ব্রিজ ও ৫টি স্টেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘতম টানেলটি (টি-১০) ৫.৩ কি.মি. এবং দীর্ঘতম ব্রিজটি (ব্রিজ-১৭) ৪২৫ মিটার লম্বা। সমগ্র প্রকল্পটির প্রায় ৩৮.৬৫ কি.মি. বিন্যাস টানেলের মাধ্যমে অতিক্রম হয়েছে। টানেল নির্মাণের ৯৩ কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

বর্তমানে টানেল টি-১৪ ও টি-০৯-এর ফাইনাল লাইনিং সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং টানেল টি-০২, টি-০৩, টি-০৫, টি-০৬, টি-০৭, টি-১০, টি-১১ ও টি-১২-এর কাজ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজকের তারিখ পর্যন্ত মোট ১৩.১৩ কিমি লাইনিং সম্পূর্ণ হয়েছে। সবগুলি সেকশনে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টাই কাজ চালানো হচ্ছে। এটি ভারতের অন্যতম একটি মর্যাদাপূর্ণ নির্মীয়মাণ জাতীয় প্রকল্প এবং প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে প্রথমবারের জন্য সিকিম রেলওয়ের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যাবে। এই রেল নেটওয়ার্কটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সিকিমের সাথে একটি বিকল্পমূলক এবং স্থিতিশীল সংযোগ প্রদান করবে। প্রকল্পটি শীঘ্র সম্পূর্ণ করতে বর্তমানে টানেল, ব্রিজ ও স্টেশন ইয়ার্ড নির্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কার্যকলাপ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চালানো হচ্ছে।

আগামী আরও কয়েকদিন বহু বিমান বাতিল, উড়ান সংস্থাকে চিঠি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.): কর্মীদের গণছুটির জেরে আগামী ১৩ মে পর্যন্ত প্রতিদিন অন্তত ৪০টি করে উড়ান বাতিল করেছে তারা। সেই সঙ্গে কেন্দ্রের নোটিসও পৌঁছে গিয়েছে উড়ান সংস্থার কাছে। কেন এইভাবে বিমান বাতিল হচ্ছে, সেই প্রশ্নের দ্রুত জবাব দিতে হবে এয়ার ইন্ডিয়াকে।

উল্লেখ্য, সাধারণত প্রতিদিন ৩৫০ থেকে ৪০০টি বিমান চালনা করে তারা। অন্তত ২৫০টি অন্তর্দেশীয় এবং ১২০টি আন্তর্জাতিক বিমান রয়েছে। কিন্তু আপাতত সেই সংখ্যায় কাটছাঁট করা হয়েছে। আগামী ১৩ মে পর্যন্ত অন্তত ৪০টি বিমান বাতিল হবে প্রতিদিন। কারণ আপাতত এয়ার ইন্ডিয়ার কাছে উড়ান পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী নেই।

কেন এত বিমান বাতিল হচ্ছে, সেই জবাব চেয়ে উড়ান সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক। দ্রুত জবাব দিতে হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ওই চিঠিতে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে কর্মীদের অধিকার আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছে শ্রমিক কমিশনও।

কেজরির জামিনের বিরোধিতায় ইডি, শীর্ষ আদালতে হলফনামা দাখিল কেন্দ্রীয় সংস্থার

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অন্তর্বর্তী জামিনের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দাখিল করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি।

হলফনামায় ইডি জানিয়েছে, রাজনীতিবিদরা সাধারণ নাগরিকের চেয়ে উচ্চতর কোনও বিশেষ মর্য্যাদা দাবি করতে পারে না। পাশাপাশি কোনও নাগরিকের মতো অপরাধ করার জন্য গ্রেফতার ও আটক হওয়ার জন্য ততটাই দায়বদ্ধ। ইডি আরও জানিয়েছে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করা হলে তা সমতার শাসনের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক হবে। কারণ প্রতিটি নাগরিকের কাজ/ব্যবসা/পেশা অথবা কার্যকলাপ তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মনোনয়ন ঘিরে উত্তপ্ত আলিপুর, যান চলাচল ব্যহত

কলকাতা, ৯ মে, (হি.স.): বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছিল দুই পক্ষ। কিন্তু তৃণমূল-সিপিএম মুখোমুখি হয়ে যাওয়ায় উত্তেজনা ছড়ায় আলিপুর এলাকায়। বামেদের মিছিল থেকে তৃণমূল সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে ""চোর"" স্লোগান দেওয়া হল। পাল্টা স্লোগান দেয় তৃণমূলও। ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় এই কারণে।

৫ বাম প্রার্থীকে নিয়ে মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিতে আসেন দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সায়রা শাহ হালিম। অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী মালা রায়েরও মনোনয়ন জমা দেওয়ার কথা। সেই প্রেক্ষিতেই মুখোমুখি চলে আসে বাম ও তৃণমূলের মিছিল। তাতেই উত্তেজনা ছড়ায় প্রবলভাবে।

হাজরা থেকে মিছিল করে বাম প্রার্থীরা আলিপুরের গোপালনগর এসেছিল। দক্ষিণ কলকাতার বাম প্রার্থী সার্ভে বিল্ডিংয়ে ঢুকলেই অশান্তি শুরু হয়। এলাকায় থাকা পুলিশবাহিনী পরিস্থিতি সামাল দিতে কার্যত হিমসিম খায়। আধ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাজরা মোড় থেকে গোপালনগর এলাকার পরিস্থিতি উত্তেজক ছিল। প্রবলভাবে ব্যহত হয় যান চলাচল। দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়ে যাওয়ায় মনে করা হচ্ছিল পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে পুলিশের। কিন্তু পুলিশ অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিপিএম-তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মধ্যে দুরত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় তারা।

সিসি ক্যামেরার বিতর্কিত ফুটেজ প্রকাশ্যে আনল রাজভবন

কলকাতা, ৯ মে, (হি.স.): রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন রাজভবনের অস্থায়ী মহিলা কর্মী। সে দিন ঠিক কী ঘটেছিল? বৃহস্পতিবার সেই সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ করল রাজভবন। ১ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের ফুটেজ দেখানো হয়েছে।

এদিন রাজভবনের তরফে বড় পর্দায় নর্থ গেটের বাইরের ফুটেজটি দেখানো হয়। ওই দিন রাতে রাজভবনে এসে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। তাই রাজভবনে পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়ছে ফুটেজে। কিন্তু যে ঘরে, যে সময়ে শ্লীলতাহানি হয়েছে বলে পুলিশকে জানিয়েছেন অভিযোগকারিণী, নির্দিষ্ট করে তার কোনও ফুটেজ সামনে আসেনি।

গত বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের কাছে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলেন রাজভবনের অস্থায়ী কর্মী ওই মহিলা। তিনি জানান, প্রথমে ২৪ এপ্রিল, তার পর ওই দিন ফের তাঁর শ্লীলতাহানি করেন রাজ্যপাল।

চাকরিতে স্থায়ী নিয়োগ এবং পদোন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ডেকে পাঠান, তার পর রাজ্যপাল অশালীন আচরণ করেন বলে অভিযোগ তোলেন ওই তরুণী। এমনিতে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ পান রাজ্যপাল। তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার অনুমতি নেই সংবিধানে।

সেই কারণে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি কলকাতা পুলিশ। তবে লালবাজারের তরফে রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ চাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ এবং আদালতের তদন্তের এক্তিয়ার নেই বলে জানান রাজ্যপাল।

পুলিশ বা মমতা সরকারকে নয়, সাধারণ মানুষে ইমেলে আবেদন করলে ফুটেজ দেওয়া হবে বলে জানান। রাজভবনের কর্মীদের পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে নিষেধ করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সাজানো, ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ করেছেন রাজ্যপাল।

জুন মালিয়ার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে অভিযোগ বিজেপির

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ মে, (হি.স.): মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে উঠল বিস্ফোরক অভিযোগ। বিজেপির বক্তব্য, মিথ্যা রিপোর্ট কার্ড পেশ করেছেন জুন মালিয়া। মেদিনীপুর বিধানসভার বিধায়ক জুন মালিয়ার রিপোর্ট কার্ড নিয়ে কাটাছেঁড়া বিশ্লেষণ শুরু করেছে বিজেপি।

সেখান থেকে বিজেপির বক্তব্য, মিথ্যা রিপোর্ট কার্ড মানুষের কাছে দেখানো হচ্ছে। সেখানে দেওয়া সংখ্যাতত্ত্বে গড়মিল রয়েছে।

গত তিন বছর ধরে মেদিনীপুর বিধানসভার বিধায়ক জুন মালিয়া। গত তিন বছরে তিনি তাঁর বিধানসভা এলাকায় কী কাজ করতে পেরেছেন, তার একটা হিসাব তুলে ধরেছেন এই রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নেতৃত্বকে পাশে বসিয়ে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছেন।

পৌরসভার ২৫ টি ওয়ার্ড ও দুটি ব্লক নিয়ে মেদিনীপুর বিধানসভা। আর সেই বিধানসভা এলাকাতে গত তিন বছরে তিনি কী কী কাজ করেছেন, তার হিসাব তুলে ধরেছেন একটি পুস্তিকা আকারে। আর সেখানে প্রায় ১৫ কোটির বেশি হিসাব দেখানো হয়েছে, যা মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকায় কাজ করা হয়েছে।

এখানেই প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা মুখপাত্র অরূপ দাসের অভিযোগ, একজন বিধায়ক গত তিন বছরে কত কোটি টাকা পান সরকারিভাবে? নিয়ম অনুযায়ী, তিনি পাবেন তিন বছরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, কীভাবে বিধায়ক গত তিন বছরে প্রায় ১৫ কোটি টাকারও বেশি হিসাব দেখাচ্ছেন তিনি।

অভিযোগ, যে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পকে নিজের প্রকল্প হিসাবে দেখাচ্ছেন জুন। আর নতুবা অন্য কোন প্রকল্পের টাকা যেখানে খরচ হয়েছে সাধারণ মানুষের স্বার্থে, সেই প্রকল্পের টাকাকেও তিনি নিজের তহবিলের টাকার খরচ হিসাবে দেখাচ্ছেন। বিজেপির অরূপ দাসের অভিযোগ, ভুল রিপোর্ট কার্ড তৈরি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

বিজেপির অরূপ দাসের আরও অভিযোগ, মেদিনীপুর বিধানসভা এলাকায় যে সমস্ত জায়গায় সরকারি কাজ যা এমকেডিএ বা মেদিনীপুর পৌরসভা, পঞ্চায়েত দফতরের কাজ, সেগুলিও জুন নিজের তহবিলের কাজ বলেই দেখিয়েছেন।

বিজেপির এই অভিযোগ নিয়ে যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তীর দাবি, ""বিজেপি শুধু অভিযোগই করতে জানে। তারা কাজ করতে জানেনা। আমাদের সৎ সাহস রয়েছে, তাই আমরা রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করেছি। বিধায়ক তাঁর তত্ত্বাবধানে এ সমস্ত কাজ করিয়েছেন তারই হিসাব দিয়েছেন।""

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে হাইকোর্টের কড়া মন্তব্য

কলকাতা, ৯ মে, (হি.স.): গত ১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার। সেই বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়।

বৃহস্পতিবার হালকা চালে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাজ্ঞানম মন্তব্য করেন, """""""সব থেকে ভালো রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিন""""""""।

অনুমতি ছাড়া মিটিং করা যাবে না, সমাবর্তন করা যাবে না, কোনও উপাচার্য বিদেশে বা কোথাও ঘুরতে যেতে পারবেন না, এই মর্মে ওই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, """""""রাজ্য অনুদানপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু নির্দেশিকা দিয়েছে। সেগুলি মোটেও কোনও রুল নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি এই নির্দেশিকায় অসুবিধা হয় তাহলে তারা আদালতের দ্বারস্থ হোক।""""""""" মামলাকারীর নাম কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। এদিন তাঁর আবেদনও খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, অতীতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিভিন্ন সময় রাজ্য - রাজ্যপাল সংঘাতের আবহ তৈরি হতে দেখা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি জারি হতে দেখা গিয়েছে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাজভবনের তরফে জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যর নির্দেশেই কাজ করবেন সহপাচার্য, রেজিস্ট্রার এবং অন্যান্য কর্তারা। তাঁরা সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য নন। তবে উপাচার্য সরকারি নির্দেশে মান্যতা দিলে সেটা কার্যকর করতে হবে। আচার্যকে সহযোগিতা করবেন উপাচার্য, সহ উপাচার্য, রেজিস্ট্রাররা।

পিস্তল নিয়ে মনোনয়ন দিতে গেলেন বহুজন সমাজবাদী প্রার্থী

লখনউ, ৯ মে (হি. স.): পিস্তল নিয়ে মনোনয়ন দিতে গেলেন বহুজন সমাজবাদী পার্টির এক প্রার্থী। উত্তর প্রদেশের চন্দৌলির বহুজন সমাজবাদী প্রার্থী সত্যেন্দ্র কুমার মৌর্য্যকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় কোমরে পিস্তল গুঁজে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়ে চান্দৌলির প্রার্থীর যখন কোমরে গোঁজা বন্দুকের ঝলক দেখা যায়, তখন তা ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে জোর গুঞ্জন ছড়ায়। সেই সঙ্গে শুরু হয় প্রবল সমালোচনা। এই বিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে, লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক নিয়েই সত্যেন্দ্র কুমার মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়েছিলেন।

শুক্রবার দোহার ডায়মন্ড লিগে অলিম্পিক প্রস্তুতি শুরু করছেন নীরজ চোপড়া

দোহা, ৯ মে (হি.স.): শুক্রবার রাতে দোহায় শুরু হচ্ছে ডায়মন্ড লিগ।অলিম্পিক শিরোপা রক্ষা, দ্বিতীয় ডায়মন্ড লিগের মুকুট পরা এবং সেই সঙ্গে অধরা ৯০ মিটার চিহ্নের তাড়া -এই তিনটিকে লক্ষ্য করে শুক্রবার

কাতার স্পোর্টস ক্লাবের অভ্যন্তরে সুহাইম বিন হামাদ স্টেডিয়ামে নীরজ তার অভিযান শুরু করছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তুরস্কে প্রশিক্ষণ নিয়ে চোপড়া বছরের প্রথম প্রতিযোগিতায় নামছেন প্যারিস অলিম্পিকের জন্য সুর সেট করার জন্য।

২৫ মে বিশ্ব ফুটবল দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিল জাতিসংঘ

নিউইয়র্ক, ৯ মে (হি.স.): ফুটবলের জনপ্রিয়তাকে স্বীকৃতি দিল জাতিসংঘ। মে মাসের ২৫ তারিখ বিশ্ব ফুটবল দিবস। এই দিবসকে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সদস্য দেশগুলোর ভোটে এই সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়েছে। ১৯৩টি সদস্য দেশের সবাই ২৫মে ফুটবল দিবসের পক্ষে ভোট দেয়।

২৫ মে তারিখটি বেছে নেয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস রয়েছে। কারন, ১৯২৪ সালের ২৫ মে প্যারিসে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে ফুটবল শুরু হয়েছিল।

দিল্লিতে বিক্ষোভ বিজেপির, কংগ্রেসের নিন্দার মুখর বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): স্যাম পিত্রোদার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই স্যাম পিত্রোদার মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন, এবার কংগ্রেসের প্রাক্তন ওভারসিজ নেতা স্যাম পিত্রোদার গাত্রবর্ণ সম্পর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা ও দলীয় কর্মীরা বৃহস্পতিবার স্যাম পিত্রোদার বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, 'দেশকে ভাগ করার গভীর ষড়যন্ত্র করেছে কংগ্রেস। ভারতের শক্তি হল সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, একতা ও অখণ্ডতা। এটা নিয়ে বর্ণবাদী মন্তব্য করে, কংগ্রেস গোটা দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করেছে। আমরা দাবি করছি রাহুল গান্ধী ক্ষমা চান, তিনি সমস্ত ভারতীয়দের অপমান করেছেন।'

দুপুরেই নামল সন্ধ্যা, ঝড়-বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে কুপোকাত তাপমাত্রার পারদ

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.): দুপুরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নেমে এল আঁধার। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা, বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কলকাতর কোথাও কোথাও আবার শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। এই বৃষ্টির সৌজন্যে হু হু করে নামছে তাপমাত্রার পারদ। এদিন সকালেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৬ ডিগ্রি কম।

এদিন সকালের দিকে রোদের দেখা মিললেও, বেলা বাড়তেই বদলে যায় আবহাওয়া। দুপুরেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নেমে আসে আঁধার। শুরু হয় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। কলকাতার কিছু অংশে বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলাবৃষ্টি হয়, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা-সহ আশপাশের জেলাতেও বৃষ্টি হয়েছে। আগামী শনিবার পর্য্যন্ত মোটামুটি এমনই থাকবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া।

পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, বহরমপুরের আইসিকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ৯ মে, (হি.স.): ভোটের মাঝে আবার আইসি বদল। এবার বহরমপুরের আইসিকে সরিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ জানিয়েছিল কংগ্রেস। সেই অভিযোগের পরই সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।

কমিশনের চিঠিতে বলা হয়েছে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের থেকে প্রাপ্ত """""""মেমো""""""""র ভিত্তিতেই বহরমপুরের আইসি-কে সরানো হল। তাঁকে অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্রুত তাঁর পরিবর্তের নামও প্রস্তাব করার কথা বলা হয়েছে রাজ্যকে। তবে ভোটের কাজে তাঁকে ব্যবহার করা যাবে না বলে কোনও নির্দেশিকা দেয়নি কমিশন।

১৩ মে বহরমপুরে লোকসভা ভোট। তার আগে আইসির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেছিলেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরি। তাঁর দাবি ছিল, কংগ্রেসের প্রচারে বাধা দিচ্ছেন ওই পুলিশ আধিকারিক। এবার তাঁকে সরাল কমিশন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের ডিআইজি-কে সরিয়ে দিল কমিশন। ভোটের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কোনও পদে আইপিএস শ্রী মুকেশকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে তারা। মুর্শিদাবাদের ডিআইজির বিরুদ্ধে বার বার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী।

রেশন নাকি কর্মসংস্থান, কোনটা বেশি জরুরি, প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

রায়বরেলি, ৯ মে (হি. স.): রেশন নাকি কর্মসংস্থান, কোনটা বেশি জরুরি? উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি থেকে প্রশ্ন তুললেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। বৃহস্পতিবার তিনি একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, ৫ কেজি রেশন ভবিষ্যৎ তৈরি করবে না। এর দ্বারা আপনি ""আত্মনির্ভর"" হয়ে উঠবেন না। কিন্তু একটি কর্মসংস্থান আপনার ভবিষ্যৎ গড়ে দিতে পারে।

তিনি আরও বলেন, ""যদি আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি যে আপনি কর্মসংস্থান এবং ৫ কেজি রেশনের মধ্যে কোনটা বেছে নেবেন , আপনারা অবশ্যই কর্মসংস্থানকে বেছে নেবেন। এটি আপনাকে স্বাবলম্বী করে তুলবে। আপনাকে বুঝতে হবে, যেসব রাজনৈতিক দল বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার কথা বলছে তারা আপনাদের পরনির্ভরশীল করতে চায়। আপনারা আত্মনির্ভর তখনই হবেন, যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে।

উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের আন্তরিক অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : উচ্চমাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বুধবার সকাল নয়টায় অসম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (এএইচএসইসি) কর্তৃক ফলাফল ঘোষণার পর তাঁর অফিশিয়াল মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স হ্যান্ডলে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা শিক্ষার্থীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেছেন।

তিনি তাঁর মাইক্রোব্লগিং সাইটে লিখেছেন 'আমার সমস্ত তরুণ বন্ধু, যাঁরা এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন। আগামী বছরগুলিতে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। যাঁরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারনি তাঁদের বলছি, হতাশ হবে না। দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো, চ্যালেঞ্জ নাও, সফল হবেই।'

মোদীজি ও যোগীজির নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ দেশের অন্যতম প্রধান রাজ্যে উন্নীত : জে পি নাড্ডা

চিত্রকূট, ৯ মে (হি.স.): মোদীজি ও যোগীজির নেতৃত্বে উত্তর প্রদেশ দেশের অন্যতম প্রধান রাজ্যে পরিণত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের চিত্রকূটের এক নির্বাচনী জনসভায় নাড্ডা বলেছেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস মন্ত্রকে আঁকড়ে ধরে মোদীজি গ্রাম, দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, নির্য্যাতিত, যুবক, কৃষক এবং মহিলাদের শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছেন।'

জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'দেশে এখন রিপোর্ট কার্ড, জবাবদিহিতা, উন্নয়ন ও সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার রাজনীতি চলছে। এটাই মোদীজির সংস্কৃতি। যা বলা হয়েছিল তা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়নি তাও করা হয়েছে।'

নাড্ডা আরও বলেছেন, '১০ বছর আগে ভারতের সাধারণ নাগরিকের মনে এই চিন্তা স্থির হয়েছিল যে কিছুই বদলাবে না, রাজনীতি এমনই, এখানে গুন্ডাদের শাসন চলবে। কিন্তু মোদীজি আসার পর, ভারতীয় রাজনীতিতে সব কিছু বদলে গেছে, আপনারা শুধু বিজেপিকে এই নির্বাচনে জেতাচ্ছেন না, উন্নত বিকশিত সংকল্প পূরণ করছেন।

তেলেঙ্গানাকে কংগ্রেসের "এটিএম"-এ পরিণত করা ছাড়া কিছুই করেননি রেভন্থ : অমিত শাহ

ইয়াদাদ্রি ভুবনগিরি, ৯ মে (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রেভন্থ রেড্ডিকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। তিনি আক্রমণ করেছেন ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-কেও। বৃহস্পতিবার তেলেঙ্গানার ভঙ্গির লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেছেন, 'তেলেঙ্গানায় উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিআরএস ক্ষমতায় এসেছিল, কিন্তু যা করেছে তা শুধুই দুর্নীতি। আপনারা রেভন্থ রেড্ডিকে ৫ বছর দিয়েছেন এবং তিনি তেলেঙ্গানাকে কংগ্রেসের "এটিএম"-এ পরিণত করা ছাড়া কিছুই করেননি। তেলেঙ্গানায় আমাদের ১০-এর বেশি আসন দিয়ে আশীর্বাদ করুন এবং আমরা তেলেঙ্গানাকে ভারতের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করব।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'মোদী জি এই অঞ্চলের বস্ত্র শিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য দারুণ প্রচেষ্টা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর বস্ত্রনীতি খুবই স্পষ্ট। মোদীর লক্ষ্য "খামার থেকে ফাইবার", "ফাইবার থেকে কারখানা", "ফ্যাক্টরি থেকে ফ্যাশন" এবং "ফ্যাশন থেকে রফতানি"। তেলেঙ্গানার জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, 'তেলেঙ্গানার জনতা ২০১৯ সালে আমাদের ৪টি আসন দিয়ে আশীর্বাদ করেছে এবং এইবার, আমি নিশ্চিত যে আমরা তেলেঙ্গানায় ১০-এর বেশি আসন জিততে চলেছি। তেলেঙ্গানার এই "ডবল ডিজিটের স্কোর" অবশ্যই মোদীজিকে ৪০০ পার করে দেবে।'

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত চিজ খাওয়া জরুরি

ভুলো মনে কাজ করলে সেটাই সাফল্য আসে না। কিন্তু ছোট ছোট কথাও যদি মনে না রাখতে পারেন, তাহলে সাবধান হওয়া জরুরি। হতে পারে আপনি ধীরে ধীরে ডিমেনশিয়ার দিকে এগোচ্ছেন। ২০১৯ সালে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রায় ৩৮ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন। ল্যানসেট পত্রিকার তথ্য বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটাই ভারতে প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ্যে গিয়ে দাঁড়াবে। তাই সাবধান না হলেই বিপদ। তবে, জাপানের সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি এড়াতে নিয়মিত চিজ খাওয়া জরুরি।

বয়স বাড়লে স্মৃতিশক্তি কমতে থাকে। কিন্তু আপনি যদি নিজের নাম, ঠিকানা ভুলে যান, কাছের মানুষদের চিনতে পর্যন্ত না পারেন, এটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। আংশিক বা সামগ্রিকভাবে স্মৃতিশক্তি লোপ পেলে, ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সমস্যা। একে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ডিমেনশিয়া বলা হয়। মূলত মস্তিষ্কে স্নায়ুর জটিলতার কারণেই এই রোগ দেখা দেয়। ডিমেনশিয়ার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। তার মধ্যে দুরারোগ্য হল পার্কিনসন্স বা অ্যালঝাইমার্স। আর এটাই সবচেয়ে সাধারণ, যা বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায়।

ডিমেনশিয়ার কোনও স্থায়ী সমাধান নেই। কিন্তু মানসিক চাপ কমিয়ে, স্বাস্থ্যকর খাওয়া-দাওয়া ও শরীরচর্চার মাধ্যমে এই রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। তবে, সম্প্রতি জাপানের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চিজ খেলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমানো যায়। গবেষণায় ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ১,৫০০ জনের খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, যাঁরা চিজ খান, তাঁদের জ্ঞানীয় শক্তি অন্যদের তুলনায় ভাল। নিউট্রিশন জার্নালে প্রকাশিত ওই গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, দুগ্ধজাত পণ্য ও মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে। তাছাড়া ওই গবেষণায় দশ জনের মধ্যে আট জনের খাদ্যতালিকায় চিজ ছিল, যা তাঁদের কগনিটিভ কার্যকারিতাকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমালেও নিয়মিত চিজ খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত চিজ খাওয়ার ফলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গিয়েছে এবং রক্তে শর্করার মাত্রারও হেরফের হয়েছে। তাই এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

হার্ট থেকে কিডনি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে সবেরই

খাবারে সামান্য একটু নুন কম হলেই মেজাজ একেবারে সপ্তমে। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে ঝাল, ঝোল, তরকারি কিছুই মুখে রোচে না। এমনকি বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলতে হয়। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে।

তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

১) উচ্চ রক্তচাপ

নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২) কিডনির সমস্যা

শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থাকলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩) ওয়াটার রিটেনশন

অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪) জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয়

অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ভাল তো নয়ই উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তারও নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাত ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিতকেরা। তার বেশি জল খেলেই কিডনি, লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে।

৫) অস্টিয়োপোরোসিস

অতিরিক্ত নুন খেলে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাড়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে হাড় সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয়

উচ্চ রক্তচাপকে নীরব ঘাতক বলা হয়। কখন যে উচ্চ রক্তচাপ নিঃশব্দে আপনার শরীরের একের পর এক অঙ্গকে ধীরে-ধীরে আঘাত করতে শুরু করে, তা বোঝাও যায় না। তবে সমস্যা তৈরি হয় রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার পর। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থেকে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। তাই হাইপারটেনশন নিয়ে সচেতন না হলেই মুশকিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে ১৯ কোটি ভারতীয় হাইপারটেনশনে ভুগছেন। এই প্রথমবার হাইপারটেনশন নিয়ে ঢছঞ্জ তাদের গ্লোবাল রিপোর্ট প্রকাশ্যে এনেছে। সেই রিপোর্টে ভারতকে কেন্দ্র করে যে সব তথ্য সামনে এনেছে WHO, তাতে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ারই কথা। ভারতের মতো দেশে যেখানে জনস্বাস্থ্য বা Public Health নিয়ে চর্চা-আলোচনা-সচেতনতা কম, সেখানে কী ভবিষ্যৎ এই হাইপারটেশনের ?ঢছঞ্জ-র দাবি, ৩০-৭৯ বয়সী ব্যক্তিরা যদি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন, তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪০ মিলিয়ন (৪ কোটি) মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। হাইপারটেনশনের জেরে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, হার্ট ফেলিওর, কিডনির সমস্যা, চোখের সমস্যা, মেটাবলিক সিন্ড্রোমের মতো সমস্যা দেখা দেয়। এর মধ্যে কিছু-কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা প্রাণঘাতী। তবে শুধুমাত্র রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই আপনি এসব সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারবেন।রিপোর্ট প্রকাশের সময় হু-র ডিরেক্টর জেলারেল তেদ্রস আধানম ঘেব্রেয়েসুস বলেন, "উচ্চ রক্তচাপ প্রাণঘাতী। এমনকী কার্ডিওভাসকুলার রোগে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। আমি এই রোগের শিকার, তাই জানি এই হাইপারটেনশনের ভয়াবহতা। আমি ভাগ্যবান যে, আমি যথাযথ ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি দুর্ভাগ্যবশত, যাঁরা হাইপারটেনশনে আক্রান্ত তাঁদের সবার ক্ষেত্রে এমনটা হয় না, এটি এমন একটি রোগ যাকে নীরব ঘাতক বলা হয়।"

চুলের তেল, প্যাক থেকে সিরাম, সবই তৈরি করে ফেলা যায় পেঁয়াজের খোসা দিয়ে

প্রতি দিনের মাছের পদে পেঁয়াজ, রসুন না পড়লেও ডিম কিংবা মাংস রাঁধতে গেলে পেঁয়াজ চাই। রূপচর্চাতেও পেঁয়াজের রস কাজে লাগে। তাই পেঁয়াজ কাটার পর তার খোসার জায়গা হয় আবর্জনার বালতিতে। শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে পেঁয়াজের মতোই পেঁয়াজের খোসারও অনেক গুণ রয়েছে। সামনেই তো পুজো। বেহাল চুলের জেল্লা ফেরাতে প্রচুর খরচ করে সালোঁয় না গিয়ে পেঁয়াজের খোসা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন তেল, সিরাম এবং মাস্ক।

যা নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা আনবে এবং অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকেও রেহাই দেবে।

১) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরিহেয়ার মাস্ক:

পেঁয়াজের খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখতে পারেন। না হলে দোকান থেকে তা কিনেও আনতে পারেন। এ বার খোসার সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যালো ভেরা জেল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। স্নানের আগে মাথার ত্বকে, চুলে ভাল করে মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। ঘণ্টাখানেক রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

২) পেঁয়াজের খোসা ভেজানো জল:

বাজার থেকে কেনা সিরামে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে। তাই বলে চুলের যত্নে সিরাম মাখা বন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই প্রসাধনীটি। একটি পাত্রে জল এবং পেঁয়াজের খোসা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কিছুটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৩) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি তেল:

নারকেল তেল এবং রোদে শুকনো করে রাখা পেঁয়াজের খোসা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার হালকা আঁচে তেল গরম হতে দিন। কিন্তু ফোটানোর প্রয়োজন নেই। তার পর একটু ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে মেখে ফেলুন। আধঘণ্টা রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

গ্যাস, অম্বল, পেটের সমস্যা এখন ঘরে-ঘরে

গ্যাস, অম্বল, পেটের সমস্যা এখন ঘরে-ঘরে। এর পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। অতিরিক্ত ভাজাভুজি খাওয়া, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, শরীরচর্চার অভাব, বিভিন্ন কারণে এই সমসা হতে পারে। গ্যাস, অম্বলের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই মুঠো-মুঠো ট্যাবলেট খেয়ে থাকেন। এতে হীতে বিপরীত হয়। আর এই ধরনের ওষুধ শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এবিষয়ে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।এই ধরেনর ওষুধ, শরীরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা দ্রবীভূত হয় এবং রক্তের সঙ্গে বিভিন্ন টিস্যুতে পৌঁছায়। যার কারণে ডিমেনশিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, এই বিষয়ে গবেষণা কী বলে। আমেরিকান একাডেমি অফ নিউরোলজির মেডিকেল জার্নাল নিউরোলজিতে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকিকে 'প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর' (পি-পিআই) ড্রাগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে দাবী করেছে। ডিমেনশিয়া হল এমন একটি অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি যেকোনও বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত হতে শুরু করেন। এতে ছোটখাটো জিনিস ভুলে যাওয়া এবং অকারণে বকবক করার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য অনেকেই 'প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর' (পি-পিআই) ওষুধ খান। আর এতেই বাড়ছে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি। গবেষণা অনুসারে, যাঁরা প্রায় ৪ বছর ধরে এক নাগাড়ে এই ধরনের ওষুধ খেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যেই এই সমস্যা বেড়েছে। ৪৫ বছর বা তার বেশি বয়সী ৫,৭১২ জন ব্যক্তি এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন এবং যখন এই গবেষণা শুরু হয়েছিল, তখন কারও ডিমেনশিয়ার মতো সমস্যা ছিল না। সমীক্ষা চলাকালীন, গবেষকরা তাঁদের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে গিয়েছেন, যার ফলস্বরূপ দেখা গিয়েছে যে তাঁদের মধ্যে ২৬ শতাংশ এই সমস্যার শিকার হয়েছেন এই ধরনের ওষুধ খাওয়ার ফলে।

সুস্থ থাকতে গেলে নিয়মিত টক দই খেতে হবে

দুধের চেয়ে দইয়ের পুষ্টিগুণ অনেকটাই বেশি। দুধ থেকে দই তৈরির যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতেই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম। ফলে যাঁদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের দই খেতে সমস্যা হয় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে টক দই।

তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলকেই টক দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। টক দই খেলে শরীরে আর কী কী উপকার হয় জানেন?

১) প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে আবহাওয়ার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য সংক্রমণজনিত নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্দি-কাশি-জ্বর তো প্রায় প্রতিটি ঘরেই হচ্ছে। এই সময়ে নিয়মিত টক দই খেলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। ২) হাড় মজবুত করে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি। তাই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে নিয়মিত টক দই খেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম শরীরে পৌঁছয়। যা এই ধরনের হাড়ের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ৩) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে টক দই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত টক দই খান, তাঁদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ধমনীর পথ রুদ্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়। ৪) গোপনাঙ্গের সুরক্ষায় বর্ষাকালে মহিলাদের গোপনাঙ্গে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যৌনাঙ্গের পিএইচের মাত্রায় হেরফের হতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, টক দইয়ে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়া এই ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ রুখে দিতে পারে। ৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কোনো অনুষ্ঠানের আগে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে চাইলে নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকেই। কারণ, টক দই খেলে বিপাক হার ভাল হবে। আর বিপাকহার ভাল হলে ওজন ঝরানো সহজ হবে। এ ছাড়াও, শরীর থেকে কর্টিজল হরমোন ক্ষরণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে টক দই। এই কর্টিজল হরমোনও কিন্তু শরীরে মেদ জমার আরও একটি কারণ।

ডায়াবেটিস থেকে ক্যানসার, সব সমসা থেকে মুক্তি দেবে গোলমরিচ

গোলমরিচ বা কালো মরিচ সারা বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত মশলাগুলির মধ্যে একটি। খাবারের স্বাদ বাড়াতে এর জুড়ি নেই। হিন্দু ধর্মের নামা পুজাতেও গোল মরিচ ব্যবহার করা হয়। গোল মরিচকে স্বাস্থ্যের জন্যও খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এতে শক্তিশালী ঔষধি উপাদান রয়েছে, যার কারণে এটি আয়ুর্বেদে অনেক রোগের চিকিৎসার জন্যও ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই গোল মরিচ খাওয়ার চল রয়েছে। গোলমরিচের স্বাস্থ্ গুণের শেষ নেই। আসুন জেনে নেওয়া যাক গোলমরিচ খেলে শরীরের কী-কী উপকার হয়

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভাণ্ডার ---

গোল মরিচ শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ভাণ্ডার হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব শরীরে পৌঁছাতে বাধা দেয়। হেলথলাইনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ, সিগারেটের ধোঁয়া এবং সূর্য্যের রশ্মির মতো জিনিসের সংস্পর্শে শরীর ব্যাডিকেল তৈরি করে, যা শরীরে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে এবং হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। গোলমরিচে উপস্থিত পাইপেরিন এই ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং শরীর সুস্থ রাখে।

গোল মরিচ আমাদের শরীরের ক্রমবর্ধমান প্রদাহ কমাতে কার্য্যকর। শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রদাহ বাড়লে বাত, হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস হতে পারে। গোল মরিচে উপস্থিত যৌগ শরীরের প্রদাহ কমাতে সহায়ক। এতে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, আর্থাইটিসসহ অনেক রোগের ঝুঁকি কমে যায়।

মস্তিষ্কের জন্য উপকারী- গোল মরিচ আমাদের মস্তিষ্কের জন্য খুবই উপকারী। এনমিলের একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গোল মরিচে উপস্থিত পিপারিন মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে যাঁদের আলজাইমার এবং পারকিনসনের মতো সমস্যা রয়েছে, তাঁরা গোল মরিচ খেলে উপশম পেতে পারেন। গোল মরিচ স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করতে চাইলে গোল মরিচ খেতে পারেন। দীর্ঘ সময়ের জন্য স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ রাখতে সাহায্য করবে এটি।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করুন — অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, গোল মরিচে উপস্থিত পিপারিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। গোল মরিচ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তাই ভীষণ উপকারী।

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়- গোল মরিচ খেলে ক্যানসারের ঝুঁকি কমে। আসলে, গোল মরিচে একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে, যা ক্যানসারের কোষের বৃদ্ধি কমায়। এছাড়াও গোল মরিচে রয়েছে কোলেস্টেরল কমানোর বৈশিষ্ট্য। যাঁরা কোলেস্টেরলের সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের গোল মরিচ খাওয়া উচিত। তবে এর আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেন

রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড়জোড় শুরু করেন। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না করলে ওজন কমানো সম্ভব নয়। শরীরে মেদ জমা হয় খাওয়াদাওয়ার বেনিয়মেই। সেই বাড়তি ওজন ঝরাতে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়াতেই। ছিপছিপে হতে তাই কমবেশি সকলেই ভরসা রাখেন ডায়েটে। রোগা হওয়ার পরিকল্পনা করলেই প্রায় উপোস করার পথে হাঁটতে শুরু করেন কেউ কেউ। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। বরং ক্ষতি হয় যথেষ্ট। ডায়েট করেও ওজন ঝরে না। জেনে নিন, কোন অভ্যাসগুলি ওজন কমানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোবায়োটিক না খাওয়া: ওজন ঝরানোর পর্বে প্রোবায়োটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরে প্রোবায়োটিকের ঘাটতি হলে ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। দইয়ে প্রোবায়োটিক সবচেয়ে বেশি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। রোজ নিয়ম করে দই, দইয়ের ঘোল, দই দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড বেশি করে খেতে হবে।

জল কম খাওয়া: ওজন কমানোর জন্য শুধু কড়া ডায়েট মানলেই হবে না, জলও খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। জল কম খেলে হজম ভাল হয় না। রোগা হওয়ার জন্য হজম ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। প্রয়োজনের তুলনায় কম জল খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই রোজ বেশি করে জল খেতে হবে। এ ছাড়া, জল বেশি আছে এমন ফল, ফলের রস খাওয়া যায়।

সকালের খাবার না খাওয়া: সকালে উঠে অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকা সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস। এতে ওজন তো কমেই না, উল্টে বেড়ে যায়। উপোস করে থেকে ওজন কমানোর পরিকল্পনা একেবারেই ভুল। বরং সময় মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন ঝরানো যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সকালের খাবার এড়িয়ে গেলে চলবে না।

চিনি খাওয়ার অভ্যাস: ওজন ঝরানোর জন্য ডায়েট করতে গিয়ে মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ রোজ সকালে চিনি দেওয়া চা, এমনকি রান্নাতেও চিনি ব্যবহার করছেন। দ্রুত ওজন ঝরাতে চাইলে সবার আগে চিনি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরচর্চা না করা: খুব বেশি কড়া ডায়েট যেমন কিটো ডায়েট কিংবা ক্রাশ ডায়েট করে ওজন ঝরানোর তুলনায় পুষ্টিবিদেরা স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন কমানোর পরামর্শ দেন বেশি। তবে কেবল ডায়েট নয়, সঙ্গে অবশ্যই শরীরচর্চাও করতে হবে। জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী শরীরচর্চা না করলেও হাঁটাহাঁটি, জগিং, কার্ডিয়ো, যোগাসনের মতো হালকা ব্যায়াম কিন্তু করতেই হবে।

ঢাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করলেন ভারতের বিদেশ সচিব

বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে অর্থায়ন করতে চায় ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ৯।। বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্পে ভারত অর্থায়ন করতে চায় বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে ঢাকা সফররত ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় কোয়াত্রা হাছান মাহমুদের সঙ্গে বৈঠক করে তিস্তায় ভারতের অর্থায়নে আগ্রহের কথা জানান। ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে ড় হাছান বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক। অত্যন্ত চমৎকার সম্পর্ক। যে সম্পর্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। আমরা কানেক্টিভিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বাংলাদেশিদের জন্য ভারতীয় ভিসা সহজ করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে জানিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, প্রতি বছর বাংলাদেশির জন্য ১৬-১৭ লাখ মানুষকে ভিসা ইস্যু করে ভারত। বিশ্বে সর্বোচ্চ ভিসা ইস্যু করে বাংলাদেশে। অনেক সময় ভিসা পেতে অপেক্ষা করতে হয়, সেটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভারতের বিদেশ সচিব বলেছেন, এখানকার (বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রে) সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তারা আরও লোকবল নিয়োগ করছেন এবং কোনো উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় করা যায় কি না তা দেখছেন। আমি অনলাইনের কথা বলেছি। অনলাইনে আবেদন করার কথা বলেছি, যেন সহজে মানুষ ভিসা পায়। তারা এ বিষয়ে অত্যন্ত আন্তরিক।এর আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ভারতের বিদেশ সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকার গণভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বাংলাদেশে এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, রেল যোগাযোগ ব্যাহত হলেও হতাহতের খবর নেই

ঢাকা, ৯ মে, (হি.স.): ফের দুর্ঘটনা বাংলাদেশ রেলে। কয়েকদিন আগেই গাজীপুরে দুটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত ৫টি বগি লাইনচ্যুত হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই আরও একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়। এর জেরে ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মুলাডুলিতে বুড়িমারি এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এর ফলে ঢাকার সঙ্গে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ হলেও কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান পশ্চিমাঞ্চল পাকশী বিভাগীয় রেলওয়ের ম্যানেজার শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নীলফামারীর বুড়িমারি থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী ইন্টারসিটি বুড়িমারি এক্সপ্রেস। রাত ৩টা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা হয়। মুলাডুলি স্টেশন থেকে দু কিলোমিটার দূরে পৌঁছানোর পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। তার পরেই ঢাকার সাথে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বন্ধ থাকে।

লাইনচ্যুত বগিটি উদ্ধার করে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার কাজও দ্রুত শুরু হয়। শাহ সুফি নুর মোহাম্মদ জানান, ঈশ্বরদী থেকে রিলিফ ট্রেন নিয়ে আসা হয়। প্রায় ৫ ঘণ্টার চেষ্টার পরে, ট্রেনের ওই বগিটি উদ্ধার করা হয়।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকাল সোয়া ৮টার দিকে রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়। তবে ওই লাইনে ঠিক মতন ট্রেন চলাচল শুরু হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে বলেও জানান আধিকারিকরা।

অসমে ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল, কলা শাখায় ৮৯.১৮, বিজ্ঞানে ৮৯.৮৮ এবং বাণিজ্য শাখায় উত্তীর্ণের হার ৮৭.৮০ শতাংশ

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : অসমে উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের কলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য শাখা ফলাফল আজ বৃহস্পতিবার একসঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল (এএইচএসইসি)।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী এবার কলা শাখায় ৮৯.১৮ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হযেছে। পাশাপাশি বিজ্ঞানে ৮৯.৮৮ শতাংশ এবং বাণিজ্য শাখায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৮৭.৮০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। বিগত বছরগুলির তুলানায় এবার বেশ ভালো ফলাফল হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকে।

বিগত ৩৭ বছরের পরম্পরা ভঙ্গ করে এবার প্রথম উচ্চ মাধ্যমিকে শীর্ষ মেধা তালিকার স্থান রাখা হয়নি। জাতীয় শিক্ষা নীতির নিয়ম অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, জানান রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু।

দেশভাগের ভয়াবহতার জন্য কংগ্রেসই দায়ী : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৯ মে (হি.স.): কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সমালোচনা করে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, '১৯৪৭ সালের দেশভাগের জন্য কংগ্রেস দায়ী, দেশভাগের ভয়াবহতার জন্যও কংগ্রেস দায়ী। কংগ্রেস স্বাধীনতার পরও দেশ, অঞ্চল, ভাষার নামে দেশকে বিভক্ত করার পাপ করেছে।'

''''পূর্বের মানুষ দেখতে চাইনিজদের মতো, দক্ষিণের মানুষকে দেখতে আফ্রিকানদের মতো', স্যাম পিত্রোদার বিতর্কিত এই 'গাত্রবর্ণ'''' মন্তব্য প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'স্যাম পিত্রোদার এই

উচ্চ মাধ্যমিকে অসমের ৩৫টি জেলার মধ্যে বরাক উপত্যকার তিন জেলার অবস্থান প্রথম দশের বাইরে

শিলচর (অসম), ৯ মে (হি.স.) : অসমে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ৫৭ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশ করেছে শিক্ষা সংসদ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় প্রকাশ করা হয় চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের জারিকৃত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায় গত বছরের তুলনায় এবার কিছুটা হলেও বেড়েছে পাশের হার। তবে পাশের নিরিখে কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান শাখায় রাজ্যের ৩৫টি জেলার মধ্যে উপত্যকার তিন জেলাই ক্রমপর্যায়ে রয়েছে প্রথম দশ স্থানের বাইরে।

কলা শাখায় বরাক উপত্যকার তিন জেলা যথাক্রমে কাছাড় জেলার অবস্থান ৩৫ নম্বরে, করিমগঞ্জ ২২ নম্বরে এবং হাইলাকান্দি ৩২ নম্বরে। বাণিজ্য শাখায় কাছাড় জেলার অবস্থান ১৬ নম্বরে, করিমগঞ্জ ২৭ নম্বরে এবং হাইলাকান্দি ৩১ নম্বরে। বিজ্ঞান শাখায় কাছাড় জেলার অবস্থান ৩১ নম্বরে, করিমগঞ্জ ২২ নম্বরে এবং হাইলাকান্দি ৩২ নম্বরে।

কাছাড় জেলায় এ বছর কলা শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৮, ৮৩৯ জন; পাশ করেছে ৬,৫৮৯ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১, ৩১৫; দ্বিতীয়ে ২,২৫৬ এবং তৃতীয় বিভাগে ৩,০১৮। পাশের হার ৭৪.২১ শতাংশ। বাণিজ্য শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১,০২৫ জন; পাশ করেছে ৯১৭ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৯৫, দ্বিতীয় ৪০৫ এবং তৃতীয় বিভাগে ১১৭ জন। পাশের হার ৮৯.৪৬ শতাংশ। বিজ্ঞান শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১,৯১০ জন; পাশ করেছে ১,৫৭২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৮৬৫, দ্বিতীয় ৫১৩ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৯৪ জন। পাশের হার ৮২.৩০ শতাংশ।

করিমগঞ্জ জেলায় এ বছরে কলা শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৬, ৩৩৮ জন; পাশ করেছে ৫,৫৮২ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ১, ৯৪২; দ্বিতীয় ২,০৮৪ এবং তৃতীয় বিভাগে ১,৫৫৬ জন। পাশের হার ৮৮.০৭ শতাংশ। বাণিজ্য শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪১৯ জন, পাশ করেছে ৩৫০ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১৩০ জন, দ্বিতীয় হয়েছে ১২২ এবং তৃতীয় বিভাগে ৯৮ জন। পাশের হার ৮৩.৫৩ শতাংশ। বিজ্ঞান শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১,২২০ জন; পাশ করেছে ১,০৬৮ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৫৯০, দ্বিতীয় ৩৬৩ এবং তৃতীয় বিভাগে ১১৫ জন। পাশের হার ৮৭.৫৪ শতাংশ।

হাইলাকান্দি জেলায় এ বছর কলা শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩, ৪৬৫ জন; পাশ করেছে ২৮১৪ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৬৪৬, দ্বিতীয় ১০৫৮ এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১,১১০ জন। পাশের হার ৮১.২১ শতাংশ। বাণিজ্য শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৯৭ জন, পাশ করেছে ১৫৯ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬০ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ২৬ জন। পাশের হার ৮০.৭১ শতাংশ। বিজ্ঞান শাখায় মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৯৮৬ জন; পাশ করেছে ৭৯১ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৮১, দ্বিতীয় ৩৭০ এবং তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে ১৪০ জন। পাশের হার ৮০.২২ শতাংশ।

গত বছরের চেয়ে বরাক উপত্যকায় এবার পাশের হার বাড়লেও অসমের বাকি জেলাগুলোর তুলনায় উপত্যকার জেলাগুলোর অবস্থান মোটেই আশানুরূপ নয় বলে মনে করছে শিক্ষানুরাগী মহল। বেশ কয়েক বছর ধরে বরাক উপত্যকায় শিক্ষাক্ষেত্রের মানদণ্ড ক্রমশই নিম্নমুখী, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পরিসংখ্যান থেকেই।

শিক্ষানুরাগী মহলের অনেকের মন্তব্য, শিক্ষার মানদণ্ড ঠিক না হলে এবার কলা শাখায় একেবারে শেষের স্থান দখলকারী কাছাড় জেলার মতো বাকি জেলাগুলোও একেবারে শেষের তিনটি স্থানে চলে যাবে।

পুলিশি সহায়তা না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ টেলি অভিনেত্রী অনুমিতা

হাওড়া, ৯ মে, (হি.স.): ডোমজুড়ে গিয়ে আক্রান্ত হয়ে পুলিশি সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ এনেছেন টেলি অভিনেত্রী অনুমিতা দত্ত। 'সাথী' সিরিয়ালের এই নায়িকা বৃষ্টির চরিত্রে দর্শকদের কাছে পরিচিত। তিনি পুলিশের সহায়তা না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাঁকে। মামলার শুনানি সোমবার।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার হাওড়ার ডোমজুড়ে মাকে নিয়ে গাড়ি করে দিদির বাড়ি যাচ্ছিলেন অনুমিতা। ডোমজুড়ে একটি দোকানের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে আপত্তি তৈরি হয়। সেখান থেকেই জলঘোলা। অভিযোগ, দোকানদার অভিনেত্রীকে দোকানের সামনে গাড়ি রাখতে বাধা দেন। তাতে আবার পাল্টা আপত্তি জানান অনুমিতা। তাঁর বক্তব্য, নো পার্কিং জোন লেখা নেই। দোকানে ভিড়ও নেই। তাহলে তিনি কেন গাড়ি সরাবেন। এই নিয়ে যখন বাক-বিতণ্ডা চলছে অভিযোগ সেই সময় কয়েকজন লোক এসে হামলা চালায়। অভিনেত্রীর মা-কে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। অনুমিতাকেও মারধর করার অভিযোগ ওঠে। জখম হন অভিনেত্রী ও তাঁর মা। অভিনেত্রী বলেন, "আমার মা-বাবা দাঁড়িয়ে মোগলাই কিনছিল। দোকানদার বলল একটু দূরে পার্ক করুন। এরপর অন্য একজন দোকানদার খুব অসভ্য স্বরে জানান ওখানে গাড়ি রাখা যাবে না। আমি বললাম পাঁচ মিনিটে চলে যাব। ওরা কোনও কথা শুনলেন না। আমি বললাম এই ভাবে অসভ্যের মতো কথা বলবেন না। সেই সময় আমার ড্রাইভার গাড়িতেই ছিলেন। তিনি ঝামেলা এড়াতে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেন। দুর্জয় কোলে নামে এক ব্যক্তি বলেন এখানেও গাড়ি রাখা যাবে না। আমার মা কিন্তু এইসব নিয়ে কিছুই জানেন না। তিনি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই সময় মা বলছিলেন এটা তো নো পার্কিং এলাকা নয়। আর ভিড় ও নেই। হাজার-হাজার খদ্দের নেই। আমার মাকে ওরা গালিগালাজ করল। তারপর গাড়িতে মারল দুর্জয়। আমার মা ওকে বলতেই বলল তোকে চুলের মুঠি ধরে মারব। তারপর আমরা গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিই। আমার হাতে এসেও মেরেছে।" হাসপাতালে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর থানায় গেলে তাঁদের মৌখিক ভাবে জানিয়ে এফআইআর দায়ের করা হয়। কিন্তু এফআইআর-এর কপি দেওয়া হয়নি বলেও দাবি অনুমিতার।

বর্ধমান থানার আইসি-কে নিশানা দিলীপ ঘোষের

পূর্ব বর্ধমান, ৯ মে, (হি.স.): বৃহস্পতিবার পুলিশকে নিশানা করলেন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তাঁর মন্তব্য নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতারা।

বুধবারই তাঁর পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল বর্ধমানে। পুলিশের তরফে জানানো হয়, এই পদযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি। পুলিশের সঙ্গে দিলীপ ঘোষের ধস্তাধস্তিও শুরু হয়। এই ঘটনার পর শুধুমাত্র রাত্রিটুকুর অবকাশ। তারপরেই বর্ধমান থানার আইসি-র বিরুদ্ধে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ।

বৃহস্পতিবার গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, পরনে সাদা গেঞ্জি সকালে সকলের মধ্যমণি দিলীপ। হঠাৎ এক মহিলা কণ্ঠ, """দাদা কাল তো রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ছিল না, তাহলে পুলিশ কেন আটকাল?"""" দিলীপ ঘোষ বলেন, " আগের দিন রাতের বেলা বাতিল করেছে, আর পরের দিন কিছুই করতে পারব না। আমি তো রোজ এসব ছেড়ে দিয়ে থানা, বিডিও, ডিএম ঘেরাও করব, আর কিছু করব না। শেষের দিকে ওর দম বন্ধ করে দেব। ....-দের ঘর থেকে বেরতে দেব না। কেমন চামচাগিরি করে দেখব।""""

অপর একজন বলেন """"আইসি বলছেন থানার অনুমতি নেই""""! দিলীপ ঘোষ বলেন, আইসি কত বড় চামচা হয়েছে দেখছি, কী করে সারা জীবন চাকরি করে?...

দিলীপবাবু বলেন, "দিলীপ ঘোষ পাঁচ বছর এখানে থাকবে, ঘর থেকে বের হতে দেব না ওকে। লোক পাঠাও, তুমি নিজে যাও, দেবেন কিনা? চমকিয়ে কথা বল। পুলিশ কি ভদ্রলোক নাকি? ছোটলোকদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতে হয় পুলিশের সঙ্গে সেভাবে কথা বলবে। সব কটা তোলাবাজ, যত দাগি, পুলিশ সবচেয়ে বড় ক্রিমিনাল আজ পশ্চিমবাংলায়।"""""

দিলীপবাবুর সংযোজন, """"নিজেরা কোনওদিন নিয়ম মানে না। আমি কেন নিয়ম মানব? দরকার পড়লে তুমি আজ থানায় যাও বা ফোন কর, দিলীপদা বলেছে আজ যা প্রোগ্রাম আছে তা দিলীপদা বাতিল করবে না। আপনারা কী করবেন ঠিক করুন। এই ভাষায় কথা বলতে শিখুন। আর আমি করব, পারলে আটকান।"""""

তিনি বলেন, """" বাড়িতে লিফলেট দিচ্ছে আর আই সি এসে জিজ্ঞেস করছে, অনুমতি নিয়েছেন? ... . জমিদারি! তাঁর অনুমতি নিতে হবে লোকের বাড়িতে গেলে। আমি বাজারে বেরিয়ে দোকানদারের সঙ্গে কথা বলবো তার অনুমতি নিতে হবে?""""

দিলীপবাবু আরও বলেন, """"আইসি কত বড় চামচা হয়েছে দেখছি, কী করে সারা জীবন চাকরি করে দেখি। আইসিকে রাস্তায় আটকাব লোক দিয়ে। রাস্তায় বেরোলেই ওকে আটকাব... দিলীপ ঘোষকে ও চেনে না এখনও....। ভাবছে এক মাস দেড় মাস পরে দিলীপ ঘোষ চলে যাবে... আমি ভদ্র আছি বলে ভাববে যা ইচ্ছে তাই করে নেবে।"

আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সরাসরি বিজেপির সঙ্গে কাজ করছেন : প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

রায়বরেলি, ৯ মে (হি.স.): বড়সড় দাবি করলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তাঁর মতে, 'আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সরাসরি বিজেপির সঙ্গে কাজ করছেন।' বৃহস্পতিবার সকালে উত্তর প্রদেশের রায়বরেলিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'আমি বারবার বলছি। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সরাসরি বিজেপির সঙ্গে কাজ করছেন। তেলেঙ্গানা নির্বাচনে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।"

রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "আম্বানি-আদানি" মন্তব্য সম্পর্কে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মোদীও তাঁদের নাম নিতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলছেন, রাহুল গান্ধী তাঁদের নাম নেওয়া বন্ধ করেছেন, এখন তিনিই তাঁদের সম্পর্কে প্রতিদিন কথা বলছেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারে বলেছেন, ৪০০টি আসনের প্রয়োজন যাতে কংগ্রেস অযোধ্যায় রাম মন্দিরে বাবরি তালা লাগাতে না পারে। এ প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, 'এটি নির্লজ্জ মিথ্যা কথা। কংগ্রেস বারবার বলেছে সবাই (সুপ্রিম কোর্টের) সিদ্ধান্তকে সম্মান করবে এবং আমরা সেটাই করেছি।'

১০ মে চারধাম যাত্রার শুভসূচনা, ফুলে সেজে উঠেছে কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রী মন্দির

দেহরাদূন, ৯ মে (হি.স.): অপেক্ষার প্রহর এবার শেষ হতে চলেছে, ১০ মে (শুক্রবার) থেকে শুরু হচ্ছে এই বছরের চারধাম যাত্রা। এবারের চারধাম যাত্রা শুরু হচ্ছে ১০ মে। ওই দিনই ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। বদ্রীনাথ মন্দির উন্মুক্ত হবে ১২ মে। মন্দিরের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে কেদারনাথ ও গঙ্গোত্রী মন্দির।

বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ ভগবান কেদারনাথের পঞ্চমুখী ডলি গৌরমাই মন্দির গৌরীকুন্ড থেকে কেদারনাথ ধামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই কুইন্টাল কুইন্টাল ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। চারধাম যাত্রার শুভ সূচনার আগে, মন্দিরের দরজা খোলার প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।

পাকিস্তানের গোয়াদরে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলা, পঞ্জাবের ৭ কর্মীকে গুলি করে হত্যা

ইসলামাবাদ, ৯ মে (হি.স.): পাকিস্তানের গোয়াদরে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। মৃতরা পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা, তাঁরা একটি সেলুনের কর্মী। বুধবার রাতে গোয়াদরের সরবন্দে ফিশ হারবার জেটির কাছে আবাসিক কোয়ার্টারে হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা, নির্বিচারে এলোপাথাড়ি গুলি চালালে মৃত্যু হয় ৭ জন কর্মীর। মৃতরা সেই সময় ঘুমিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ যোধপুরবাসী, তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী

যোধপুর, ৯ মে (হি.স.): মরুরাজ্য রাজস্থানে তাপমাত্রার পারদ ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী। রাজস্থানের জয়পুর, যোধপুর, জয়সলমের সর্বত্রই উষ্ণ আবহাওয়া। গরমের দাপটে নাজেহাল অবস্থা মানুষের। বৃহস্পতিবার সকালে যোধপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সকাল থেকেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজ করেছে যোধপুরে।

যোধপুর শহরে ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা ও তাপপ্রবাহ সম্পর্কে হার্ট স্পেশালিস্ট (এসএমএস মেডিকেল কলেজ) ডাঃ দীপক মহেশ্বরী বলেছেন, 'শিশু, প্রবীণ

রবীন্দ্র সরোবরে পোষ্যদের প্রবেশ নিষেধ নিয়ে বিতর্ক শুরু

কলকাতা, ৯ মে, (হি.স.): সময়ের সঙ্গে সেই শিথিল হয়েছিল নিয়ম। তবে, ফের রবীন্দ্র সরোবরের গেটের বাইরে 'পোষ্য নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না রবীন্দ্র সরোবরে'এই নির্দেশিকা ও নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া মনোভাবের জেরে ক্ষুব্ধ পোষ্যপ্রেমীরা। সরোবর রক্ষাকারী কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটিকে বিকল্প প্রস্তাব দিতে চলেছেন তাঁরা।

কাকভোর থেকেই প্রাতঃভ্রমণকারীরা পৌঁছে যান রবীন্দ্র সরোবরে। হাঁটাহাঁটি, ব্যায়াম মাঝে মধ্যে বিশ্রাম। তবে তার মাঝেই ঘটে বিক্ষিপ্ত সমস্যা। হাঁটার পথে যথেচ্ছভাবে রাস্তায় পড়ে থাকে কুকুরের মলমূত্র। দূষিত শহরে শুদ্ধ বাতাস নিতে এসে বিশ্রী গন্ধে নাকপাতা দায় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ আবার খেতে দেন, তার উচ্ছিষ্ট পড়ে থাকে। এইসব নোংরা পরিষ্কার করার দায় এসে পড়ে কেএমডিএ কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে।

করোনার আগে বছর পাঁচ বন্ধ ছিল সরোবরে প্রবেশে। ফের শুরু হয়। এবার পোষ্যর বর্জ্যে অতিষ্ঠ হয়ে ফের নির্দেশিকা টাঙাল কেএমডিএ। নিরাপত্তারক্ষীরা সতর্ক। ফলে পোষ্য নিয়ে এলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ভিতরে। অনেক পোষ্যকে আশপাশের ফুটপাতের রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করাচ্ছে মালিকরা। লেক রক্ষা করতে গিয়ে আশপাশের এলাকা অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে।

কেএমডি-এর এই সিদ্ধান্তে খুশি ভ্রমণকারীদের একাংশ। সৌমেন্দ্রমোহন ঘোষের কথায়, দেশের বিভিন্ন শহরে পৌরসভার নিয়ম আছে পোষ্যদের নিয়ে রাস্তায় বের হলে সঙ্গে রাখতে হয় বাধ্যতামূলকভাবে স্কুপ কিট ও জলের বোতল। নাহলে আর্থিক জরিমানা করা হয়। এখানে সেই সব নেই। মলমূত্র ত্যাগ করলে দায়িত্ব মালিকদের নিতে হবে।

তবে পোষ্যপ্রেমীদের এই সিদ্ধান্তে ব্যাপক ক্ষোভপ্রকাশ পেয়েছে। তাদের কথায়, মানুষ প্রাতঃভ্রমণ করতে যান সুস্থ থাকতে। দূষণের শহরে মুক্ত শুদ্ধ বাতাস নিতে। তাহলে পশুদেরও বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তারাও শুদ্ধ বাতাস নিতে চায়। ভিতরে পথকুকুর ভর্তি। তারা মলমূত্র ত্যাগ করে সেটা তো আটকানো হচ্ছে না। এরা যদি খোলা জায়গা, মাটি না পায় তাহলে হাঁটতে চলতে তাদের অসুবিধা হয়। তাই এমন সিদ্ধান্ত অমানবিক।

আরও এক পোষ্যপ্রেমীর কথায়,'আমরা কর্তৃপক্ষকে বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছি। দেশের বিভিন্ন শহরে এদের জন্য পার্ক আছে। আমরা সরোবরে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেওয়ার জন্য আবেদন করব। নিজেদের টাকায় সেখানে বনায়ন করব সাজাব। সেখানে মলমূত্র পরিষ্কারের ব্যবস্থা করব। এমনকি পথ কুকুরদের খাওয়ানো, ওষুধ ও টিকাকরণের ব্যবস্থা করব। এই অমানবিক পদক্ষেপ নেওয়া চলবে না। আলোচনা করে বিকল্প প্রস্তাব মেনে নিক।'

শ্রীরামপুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু টোটোচালক-সহ তিন জনের, বিক্ষোভের মুখে পুলিশ

হুগলি, ৯ মে, (হি.স.): বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরে দিল্লি রোডের উপর এক পথ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টোটোচালক-সহ তিন জনের। একটি যাত্রীবোঝাই টোটোকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে একটি লরি। বিক্ষোভ দেখিয়ে পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, লরিচালক মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তার জেরেই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। কেন বার বার দুর্ঘটনা ঘটছে তা নিয়ে শুক্রবার বৈঠকও ডেকেছে পুলিশ-কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দিল্লি রোড ধরে যাত্রী নিয়ে শ্রীরামপুরের দিক থেকে কোন্নগরের দিকে যাচ্ছিল একটি টোটো। শ্রীরামপুরের বাঙ্গিহাটিতে পিছন থেকে একটি লরি ধাক্কা মারে টোটোয়। লরির ধাক্কার অভিঘাতে টোটোটি তীব্র গতিতে সামনে এগিয়ে গিয়ে ধাক্কা মারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য একটি লরিতে। দুই লরির চাপে পিষে যায় মধ্যে থাকা টোটো।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে টোটোচালক-সহ তিন জনের। ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে আসেন চন্দননগর পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। স্থানীয়েরা পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, দিল্লি রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যস্ত মহাসড়কে পুলিশি নজরদারি কম। সেই সুযোগেই রমরমিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বেপরোয়া যান চলাচল।

শ্রীরামপুরের ভূষণ স্টিলে কর্মরত এক চিকিৎসকের পরিবার টোটো করে যাচ্ছিল। চন্দননগর পুলিশের ডিসিপি (শ্রীরামপুর) অর্নব বিশ্বাস জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। একজন গুরুতর জখম। তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।

মর্মান্তিক! উত্তর প্রদেশের চান্দাউলিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে মৃত ৪

চান্দাউলি, ৯ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের চান্দাউলিতে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃত ৪ জনের মধ্যে ৩ জন পেশায় শ্রমিক। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে চান্দাউলি জেলার পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগরে (মুঘলসরাই)। সার্কেল অফিসার অনিরুদ্ধ সিং বৃহস্পতিবার সকালে বলেছেন, মুঘলসরাই থানার অধীন নিউ মহল এলাকার বাসিন্দা ভরত জয়সওয়াল তাঁর বাড়ির সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করার জন্য কিছু স্যানিটারি কর্মীদের নিযুক্ত করেন। ভোররাত দু"টো নাগাদ তাঁরা কাজ শুরু করেন। কিন্তু সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে ঢুকতেই বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ায় ৩ জন স্যানিটারি কর্মী অজ্ঞান হয়ে যান। তা দেখে জয়সওয়ালের ছেলে তাঁদের বাঁচাতে ট্যাঙ্কের ভেতরে ঝাঁপ দিলে সেও জ্ঞান হারায়।

পুলিশ জানিয়েছে, চান্দাউলির নিউ মহল এলাকায় ১৫ বছরের পুরনো একটি সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে গিয়ে বিষাক্ত গ্যাসে তিন শ্রমিক-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একসঙ্গে ৪ জনের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এসডিএম বিরাজ পান্ডে বলেছেন, 'ভরত জয়সওয়ালের বাড়িতে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ চলছিল। তিনজন শ্রমিক এবং বাড়ির মালিকের ছেলে মারা গিয়েছে। জেলা প্রশাসন মৃতদের প্রত্যেককে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবে।' উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন, শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

রানা প্রতাপের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ৯ মে, (হি.স.): মহারাণা প্রতাপ বা প্রতাপ সিং (মে ৯, ১৫৪০ — জানুয়ারি ১৯, ১৫৯৭) মেবারের শিশোদিয়া রাজবংশের একজন হিন্দু রাজপুত রাজা ছিলেন। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "ভারত মাতার মহান পুত্র মহারানা প্রতাপের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

প্রসঙ্গত, মেবার উত্তর পশ্চিম ভারতের একটি প্রদেশ, বর্তমানে এই প্রদেশ রাজস্থান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাণা প্রতাপ ছিলেন রাজপুতদের বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের

পাটনায় বিএসএনএল অফিসে আগুন দমকলের চেষ্টায় এল নিয়ন্ত্রণে

পাটনা, ৯ মে (হি.স.): বিহারের রাজধানী পাটনায় আগুন লাগল বিএসএনএল অফিসে। বৃহস্পতিবার এই আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি।জেলা দমকল অফিসার মনোজ নাথ বলেছেন, 'কন্টোল রুমে আগুন লাগার বিষয়ে আমরা জানতে পারি, খবর পাওয়া মাত্রই আমরা পৌঁছে যাই এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গুদামঘর হওয়ার কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। এখন সবকিছু নিয়ন্ত্রণে।'

সম্মানে ভূষিত

● প্রথম পাতার পর

সালেই ঢাকার প্রবর্তনার পক্ষ থেকে গুরু হিসেবে ন্যাচারাল কালার্স প্রোগ্রামে, এবং ২০১৪ সালে ইয়াঙ্গুনে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট শো ইন্ডিয়া-মায়ানমার' অনুষ্ঠান। তাঁর এই দক্ষতা সংরক্ষণ করে রাখতে কয়েকটি প্রামাণ্য চিত্র বা ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রও করা হয়েছে। যার মধ্যে আছে, চাকমাদের ঐতিহ্যগত বয়ন, নকশা ও ভেষজ রঙ করার বিষয় নিয়ে দূরদর্শনের ফিল্ম ডিভিশনের করা 'কালচার এন্ড হ্যান্ডিক্রাফস অফ ত্রিপুরা'। কলকাতা দূরদর্শন করেছে 'দ্য কালচার এন্ড হেরিটেজ অফ চাকমা' নামের ডকুমেন্টারি এবং দূরদর্শন কেন্দ্র, ত্রিপুরার পক্ষ থেকে করা হয়েছে 'পার্বত্য ত্রিপুরার একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম স্মৃতিরেখা চাকমা' নামের প্রামাণ্য চিত্র।৪) শ্রীমতি চাকমা গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা ও অর্থনীতির উন্নতির জন্য ১৯৯৯ সালে 'উজেইয়া জধা' (উন্নত সমাজ) নামের এনজিও স্থাপন করেন। তাঁর কাছে আশা প্রশিক্ষণার্থীদের তিনি বিনামূল্যে খাওয়া-থাকার সুবিধা দিয়ে এবং এমনকি স্টাইপেন্ড দিয়েও বয়ন ও প্রাকৃতিক রঙের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করেন। যার ফল স্বরূপ তাঁর চারজন প্রশিক্ষণার্থীও জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ৫) শ্রীমতি চাকমাকে নানা অনুষ্ঠানে অনেক সম্মাননা দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়েছে। যার মধ্যে আছে 'স্টেট বিজু মেলা-২০০২, ত্রিপুরা', 'ইন্টারন্যাশনাল চাকমা লিটারারি এন্ড কালচারাল ফেস্টিভেল-২০১৮, ত্রিপুরা', ত্রিপুরার চাকমা লিটারারি একাডেমির 'ইন্টারন্যাশনাল পয়েট এন্ড লিটারারি উৎসব-২০২২'।৬) শ্রীমতি চাকমা বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হযেছেন। যার মধ্যে আছে ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে ২০০০ সালে দেওয়া জাতীয় পুরস্কার, নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে ২০১১ সালে 'গুরু-শিষ্য পরম্পরা' পুরস্কার, দিল্লির ক্রাফস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে 'সূত্রকার সম্মান-২০১৮', বস্ত্রমন্ত্রকের পক্ষ থেকে মাস্টার বয়নশিল্পী হিসেবে ২০১৮ সালে 'সন্ত কবীর' পুরস্কার, ইউনেস্কোর দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল কেন্দ্রের তরফে কুয়েতে ২০১৮ সালে 'ওয়ার্ল ক্রাফস কাউন্সিল অ্যাওয়ার্ড' এবং ত্রিপুরার ইন্টারন্যাশনাল চাকমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে 'লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড-২০২২'।

মাতৃবিয়োগ

● প্রথম পাতার পর

নাতনি-সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন। বড়পুত্র রমা কান্ত দে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন। আগামীকাল বিকেলের বিমানে রাজ্যে আসবেন। এরপর শেষকৃত্য সম্পূর্ণ হবে। উনার অকাল প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন। সম্পাদক রমাকান্ত দে-সহ পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

অধীনে কাজ করার তার ইচ্ছে ছিল না, সে চেয়েছিল তার নিজের কোন ব্যবসা হোক।এখন তার বার্ষিক আয় ভালো, পাশাপাশি সে অন্য ব্যবসাও করছে, পরিবার নিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরে এক মাস ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৯ মে: বাংলা দৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষায় কাজ করে চলেছে বাংলা সংস্কৃতি বলয়। বাংলা সংস্কৃতি বলয় একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংস্থা। ইতিমধ্যে সংস্থাটি গোটা বিশ্বের ভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সংস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলা সংস্কৃতির প্রচার এবং প্রচারে কাজ করা। এই সংস্থা হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন বাংলা সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের স্বার্থে কাজ করে চলেছে। ধর্মনগর অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে আগামী ১১ মে থেকে প্রায় এক মাস ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আজ এই নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন সংস্থার আব্বায়ক সৌরভ ঘোষ এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রয়েছেন পুণ্যশ্রী ঘোষ ও বাপ্পা চক্রবর্তী। এই সংস্থার চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক সমর চক্রবর্তী। ১১ তারিখ সকাল ১১ টায় তবলার লহরা দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। ধর্মনগরের বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের একান্ত প্রয়াসে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১৪ ৩১ বাংলা নববর্ষে এ অনুষ্ঠান সবাইকে মাতিয়ে দেবে বলে ধর্মনগরবাসীর ধারণা। ১০০০ উপর প্রতিযোগী এ অনুষ্ঠানে কাঞ্চনপুর কৈলাশহর ধলাই জেলা এবং পার্শবর্তী আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকা থেকে যোগদান করবে বলে প্রযোজকরা আশা ব্যক্ত করেছেন। গতবার ও এ প্রতিযোগিতা হয়েছিল তবে একমাস ব্যাপী এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারিনি। এ প্রতিযোগিতায় যারা বসে আঁকো প্রতিযোগী রয়েছে তারাও ৫০ টাকা করে এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ১০০ টাকা করে দিতে হবে বলে প্রযোজকরা জানিয়েছেন।

পূর্বেই নাম নথিভূক্ত করতে হবে বলে প্রযোজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। তাছাড়া এই প্রতিযোগিতায় তবলা লহরা গান বিভিন্ন ধরনের নাচ আবৃত্তি গল্প এবং ছোট একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকবে বলে জানানো হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার নাম বৈশাখী উৎসব হিসেবে পরিগণিত করা হয়েছে।

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর প্রাণ হারালো বিদ্যুৎ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শন্তিরবাজার, ৯মে : কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষে প্রাণ হারালেন এক বিদ্যুৎ কর্মী। মৃত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম লিটন রুদ্র পাল (৩৮)। উল্লেখ্য গত মঙ্গলবার বিদ্যুতের লাইন সারাই করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন লিটন। সাথে সাথে তাকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার সহকর্মীরা। সেখান থেকে তাকে শান্তির বাজার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তার অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

তার পরিবারের অভিযোগ ছিল, জিবি হাসপাতালে আনার পর ডাক্তার থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ দপ্তরের কোন আধিকারিক তাদের খোঁজ খবর নেননি। দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা লিটনের পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। দপ্তর আর কোন ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি লিটনের দিকে। শেষ রক্ষা আর হয়নি। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে লিটন।

উল্লেখ্য, লিটন রুদ্রপাল শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগা এলাকার বাসিন্দা। মৃত্যুকালে তিনি উনার মা, সহধর্মীনি, একটি ১৩ বছরের ছেলে ও ৯ বছরের কন্যাসন্তানকে রেখে গেছেন। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ লিটন রুদ্রপাল একজন হেল্পার হওয়া সত্বেও লাইনম্যান প্রতিনিয়ত উনাকে দিয়ে ঝুকিপূর্ন কাজ করাতেন। দক্ষিন জেলায় সর্বত্র দেখা যায় বিদ্যুৎ দপ্তরের লাইনম্যান কাজ না করে হেল্পারদের খুঁটিতে উঠিয়ে ঝুঁকিপূর্ন কাজগুলি করিয়ে থাকেন। দপ্তরের এইধরনের খামখেয়ালীপনায় লিটন রুদ্রপালের মতো লোকজনেরা অসময়ে মৃত্যুর মুখে ডলে পরে। রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রী যেন বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখেন তার দাবি জানিয়েছেন লিটনের পরিবার।

বৃক্ষ ছেদন বন্ধ এবং বৃক্ষ রোপনের আহ্বান যুব প্রেরণা সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে: দিন দিন উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথিবীর গাছপালার সংখ্যা কমছে। ফলে তীব্র গরম আর দাবদাহের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে জনজীবন এক প্রকার বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিবাদে সরব হল যুব প্রেরণা সংগঠন।

নির্বিচারে বৃক্ষছেদন ও বনাঞ্চল ধ্বংসের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এই সংগঠন। তৎসঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের দাবী জানিয়েছেন তারা।

সাম্প্রতিককালে প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালে মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়ছে এবং অসহনীয় তাপপ্রবাহ দেখা দিচ্ছে। কালবৈশাখী বা গরমের সময় মাঝে মাঝে যে ঝড় বৃষ্টি হত তা এখন প্রায় হচ্ছেই না, ফলে গ্রীষ্মের দাবদাহ দীর্ঘতর ও তীব্রতর হচ্ছে। গোটা রাজ্যের বৃষ্টি হলেও কিছুদিন আগেই লক্ষ্য করা গেছে শহর আগরতলায় বৃষ্টির ছিটেফোঁটাও ছিল না। বনাঞ্চল ধ্বংস এবং বৃক্ষরোপণের অভাবে এই অবস্থা হয়েছে বলে দাবি সংগঠনের। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের পরিমানও কমছে। এতে বায়ুমণ্ডলে ও সমুদ্রের জলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ছে সমুদ্রের বাড়তি তাপমাত্রায় সমুদ্রে থাকা কোরাল দ্বীপপুঞ্জ (যা মোট কার্বন ডাইঅক্সাইড-অক্সিজেন আদান প্রদানের ৫০ু করে থাকে) মারা যাচ্ছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বিশেষ কারণ।

পাশাপাশি কলকারখানা, গাড়ির ধোঁয়া, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি থেকে নির্গত গ্রীন হাউস গ্যাস পৃথিবী থেকে আগত সূর্যতাপকে বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখছে। ফলে বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবে শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলিকে বাঁচিয়ে এবং সেই সাথে রাস্তার দু-ধারে ব্যাপক পরিমাণে বৃক্ষরোপণের পরিপূরক সড়ক উন্নয়নের সরকারী পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশ সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সংকট থেকে রেহাই পেতে গেলে নির্বিচারে বৃক্ষছেদন বন্ধ ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টিই একমাত্র বিকল্প বলে সংগঠন মনে করে।

যুবপ্রেরণা সংগঠন তাই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করার কঠোর জন্য সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ বাঁচানোর দাবীতে নির্বিচারে বৃক্ষছেদনের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে শক্তিশালী পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানায়।

মৃত্যু শিশুর

● প্রথম পাতার পর

গোটা ঘটনায় হতবাক সমগ্র এলাকা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কল্যানপুর থানার অন্তর্গত বাজার কলোনী গ্রামের সেনাবাহিনীতে কর্মরত জিতেন্দ্র শীলের ১৩ মাস বয়সী পুত্র সন্তান অংশু কোন এক নিকট আত্মীয়ের দেওয়া জেলি চকলেট খাচ্ছিল। তবে কোনোভাবে সেই চকলেট ছোট্ট অংশুর গলায় আটকে যায়। ঘটনাটা চাক্ষুষ করে পরিজনেরা বাড়িতেই অংশুর গলা থেকে এই চকলেট বার করতে উদ্ধত হলে একটা সময়ে ছোট্ট অংশুর গলা দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুতে থাকে। দিশাহীন পরীজনেরা তড়িঘড়ি অংশুকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা করা যায়নি।

দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকের বক্তব্য হচ্ছে জেলি জাতীয় চকলেট গলায় আটকে যাওয়ার পরে বাড়িতে চকলেট টা বার করার চেষ্টা হতে হিতে বিপরীত হয়ে যায়, কোনভাবে গলার নালী কেটে গিয়ে শ্বাসনালীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গেলে অংশুর জীবন দীপ নিভে যায়।

এই মর্মান্তিক সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে গোটা কল্যাণপুরে ব্যাপক শোকের আবহ তৈরি করে। ছোট্ট অংশুর এই মর্মান্তিক পরিণতি গোটা কল্যাণপুরকে আজ যেমন কাঁদিয়েছে, এর পাশাপাশি বোধ হয় অংশুর এই পরিণতি আগামী দিনে অভিভাবকদের আরো বেশি সচেতন হওয়ার নিদারুণ বার্তা প্রদান করলো।

বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলে দূষণের জন্য তৃণমূলকে দুষলেন সৌমিত্র খাঁ, পাল্টা কটাক্ষ সুজাতার

বাঁকুড়া, ৯ মে (হি.স.): বাঁকুড়ার বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের দূষনের জন্য তৃণমূলকে দুষলেন বিষ্ণুপুরের বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। বৃহস্পতিবার বড়জোড়া বিধানসভার গোদারডিহিঅঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে প্রচার করার সময় বড়জোড়া শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ে জনতার প্রশ্নের মুখে পড়েন বিষ্ণুপুরের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। তাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন, ৩ বছর বিধায়ক থাকার পর ১০ বছরের সাংসদ। ফের নির্বাচনের প্রার্থী। শিল্পাঞ্চলের দূষণ নিয়ে তিনি কি করেছেন ?এর জবাবে সৌমিত্র খাঁ দায়ী করেছেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সৌমিত্র বলেন, মানতে হবে বামফ্রন্ট আমলে বড়জোড়ায় শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে। সেই সময় অসংখ্য ছোটো ও মাঝারি কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর পিসি ভাইপো মিলে বড়জোড়ার শিল্প তালুকে তোলাবাজি শুরু করেছে। ফলে কারখানা মালিকরা দূষণ রোধের যন্ত্র ইএসপি মেশিন চালু না রেখে কোটি কোটি টাকার বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয় করছে। এনিয়ে আমরা বহুবার ট্রাইবুনালে অভিযোগ করেছি। কিন্তু তৃণমূলীদের জন্য দূষণ থেকে মানুষ রেহাই পাচ্ছে না। সৌমিত্রর দাবি, বিজেপি শিল্পাঞ্চলে শিল্পতিদের আহ্বান জানাচ্ছে।এই কথা শুনেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন সুজাতা মন্ডল। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় বড়জোড়ায় ৩৬ টা কারখানা হয়েছে। ঝাঁ চকচকে রাস্তা হয়েছে। সৌমিত্রকে ফের পাগল-ছাগল বলে অশালীন মন্তব্য করে সুজাতা বলেন, বড়জোড়ার যানজট আটকাতে উড়ালপুল, বেলিয়াতোড়-দুর্গাপুর রেলপথ নিয়ে লোকসভায় কখনো কোনো প্রশ্ন রেখেছেন। সৌমিত্র খাঁ বলেন, এবার বুঝুন উন্মাদ কে? বাম আমলে বড়জোড়ায় ৬২ টা কারখানা হয়েছিল। গত ১৩ বছর বন্ধ হতে হতে এখন ৩৬ টা কোনো রকমে টিকে আছে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও এখানকার যুবকদের ভিন রাজ্যে পরিযায়ী হয় কেন? তিনি বলেন, গত ১০ বছরে তিনি ৯ টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের রূপায়ণ করেছেন। কিন্তু তার স্বপ্নের প্রকল্প বেলিয়াতোড় - দুর্গাপুর রেলপথ এবং বড়জোড়ার উড়ালপুলের দাবি নিয়ে লোকসভায় সোচ্চার হয়েছি।

ক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

করতে সুশাসনের প্রথম পাঁচ বছরের শিক্ষার ভার সামলানো মন্ত্রী মহোদয় এক বছর আগে শিক্ষা থেকে একেবারে রাতারাতি বিদ্যুৎ-- এ স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন।

রাজ্যের স্কুল শিক্ষায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে বলে দাবী করা সত্ত্বেও শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার একমাস পরেও দেখা নেই পাঠ্যবইয়ের।কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের হাতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহের পরেও পৌঁছেনি পাঠ্যবই।

খোয়াই মহকুমার পদ্মবিল ব্লকের অন্তর্গত কোন স্কুলেই নাকি এখন পর্য্যন্ত কোন ধরনের পাঠ্যবই পৌঁছেনি বলে খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষার্থীরা সহ অভিভাবকেরা এই মর্মে অভিযোগ করে জানান যে, পদ্মবিল ব্লক এলাকার কোন স্কুলের একজন শিক্ষার্থীও এখন পর্য্যন্ত একটি পাঠ্যবইও পায়নি।

কিন্তু সরকারের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের নীতি নির্দেশিকা অনুসারে এপ্রিল মাসের পয়লা তারিখে শিক্ষাবর্ষ শুরু দিনেই স্কুলে স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে নতুন মলাটের গন্ধ মাখানো নতুন নতুন পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়ার কথা।অথচ এপ্রিল মাস গিয়ে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পার হয়ে আরো দুই তিনদিন পরেও দেখা নেই পাঠ্যবইয়ের।

ছাত্র ছাত্রী সহ অভিভাবকেরা অভিযোগ করে বলছেন যে, কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে চলেছে রাজ্যের সরকার।শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের অভাবে পড়াশোনা করতে পারছেনা।পড়ুয়ারা এই অবস্থায় স্কুলমুখী হতে চাইছেনা।পাঠ্যবইয়ের অভাবে স্কুলগুলোতে লাটে উঠেছে পঠন পাঠন।

এ সম্পর্কে পদ্মবিল ব্লক সেক্টরের বিদ্যালয় পরিদর্শক তথা সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পের পদ্মবিল ব্লক প্রজেক্ট কো অর্ডিনেটর শচীন্দ্র দেববর্মাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, পাঠ্যবই এখন পর্য্যন্ত প্রায় অর্ধেকের মতো এসেছে। যা এসেছে তা পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে এটা সত্যি যে, পাঠ্যবইয়ের সবটা পরিমাণ এখনো আসেনি।পাঠ্যবই আসতে দেরী হচ্ছে এটা ঠিক।

আগরতলা থেকে পাঠ্যবই এখানে এসে পৌঁছাতে অনেকটাই দেরী হচ্ছে বলে নিজেও স্বীকার করেন বিদ্যালয় পরিদর্শক শচীন্দ্র দেববর্মা। ঠিক কী কারণে এই দেরী হচ্ছে তা তিনি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি।তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পাঠ্যবই এসে পৌঁছাবে বলে এস সি ই আর টি থেকে নাকি জানানো হয়েছে বলে জানান।

বিদ্যালয় পরিদর্শক যদিও অর্ধেক পাঠ্যবই বিতরণের কথা বলছেন।কিন্তু পদ্মবিল ব্লকের অনেক স্কুলের একজন শিক্ষার্থীও এখন পর্য্যন্ত একটি পাঠ্যবইও পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।প্রশ্ন উঠেছে , তাহলে অর্ধেক পাঠ্যবই কাদের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের হাতে বিনে পয়সায় স্কুল শিক্ষা দপ্তর পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে।আর নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদেরকে সরকার থেকে সরবরাহ করা পাঠ্যবই কিনে নিতে হয়।কিন্তু খোয়াই মহকুমার পদ্মবিল ব্লকের স্কুলগুলোর ছাত্র ছাত্রীদের হাতে এখনো পর্য্যন্ত পৌছায়নি তাদের পাঠ্যবই।

পদ্মবিল ব্লক সেক্টরের অধীনে ব্লকের বিভিন্ন ভিলেজে মোট ৪১টি বিদ্যালয় রয়েছে।এরমধ্যে রয়েছে প্রাথমিক স্তরের স্কুল সহ মাধ্যমিক ও দ্বাদশ মানের স্কুল। আর ৪১টি স্কুলের মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হবে দুই হাজার সাতশোর মতো।

বিদ্যালয় পরিদর্শক জানান যে, তিনি শুধুমাত্র নন এ ডি সি এলাকার স্কুলগুলো দেখাশোনা করেন।অর্থাৎ রাজ্য সরকারের পরিচালিত স্কুল।আবার সরাসরি এ ডি সি পরিচালিত স্কুলগুলো দেখার জন্য রয়েছেন পৃথক বিদ্যালয় পরিদর্শক।তিনি এ ডি সি -- র শিক্ষা বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক।পদ্মবিল ব্লকের এলাকায় এ ডি সি -- র বিদ্যালয় পরিদর্শকের অধীনে রয়েছে আরো পঁয়তাল্লিশটি প্রাথমিক স্তরের স্কুল।অর্থাৎ জে বি স্কুল।এসব স্কুলেও পাঠ্যবই আসেনি বলে জানা গেছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

ক্লাস রুমকরতে।এই উদ্যোগ চলছে।

এদিকে প্রতি মাসে ২৬৪জন ছাত্রের মিড ডে মিল সামগ্রী তুলে ১০০জনকে মিড ডে মিল খায়ানো হয়।বাদ বাকি সামগ্রী বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হয় প্রতি মাসে।এই অভিযোগ করেন এলাকার অভিভাবকরা। এছাড়া স্কুলের খেলার মাঠের মাঝ বরাবর ইট বসিয়ে মাঠটিকে ছাএদের খেলার অনুপযোগী করে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। এখন ছাএদের খেলাধুলা করতে অসুবিধা হচ্ছে।যদি না প্রধান শিক্ষক অনুমতি না দিতেন তবে মাঠে ইট বিছানো হত না। স্কুলে২৬০জনের মতছাএছাএ রয়েছে। শিক্ষক আছেন দশ জন।গত মার্চ মাসে সকাল শাখার মিড ডে মিলের ইনচার্জ বদলি হয়ে চলে যান।তার পরিবর্তে আজ ও কাউকে সকালে র ইনচার্জ পদে দায়িত্ব বসানো হয় নি। সরকার রাজের প্রতি টি ব্লকে একজন করে বিদ্যালয় পরিদশক বসিয়েছেন। কিন্তু চন্ডিপুর ব্লকে যিনিআছেন তিনি নামকয়াসে আছেন।কোন দায়িত্ব পালন করেন না।

ইনচার্জ তথা প্রধান শিক্ষক দীর্ঘ দিন যাবত বদলিহীন ভাবে কর্মরত থাকার ফলে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা ও দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসেছে।জানা যায় আইএস সব কিছু জেনে ও নীরব দর্শক। স্কুলের এস .এম.সি.কমিটির মেয়াদহীন।মেয়াদহীন কমিটি এখন ও স্কুলের দেখভালকরে ন বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা স্কুল উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হয়ে আসে। ভূয়া ভাউচারে সেই টাকা হাফিজ করে দেওয়া হয়। স্কুলে ১৯শে জানুয়ারী ও ভাষা দিবস পালন করা হয় না।

এসব দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য শিক্ষা দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অভিভাবকরা।

মন্ত্রী সুশান্ত

● প্রথম পাতার পর

দেখা গেছে রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে দ্রব্যমূল্যগুলির আকাশছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি হয়। সেই পথ অবলম্বন না করার জন্য তিনি রাজ্যের ব্যবসায়ীদের আবেদন দিয়েছেন। সর্বোপরি রাজ্য সরকার খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

ও ডিজেল আমদানি করছে। আগামী কিছুদিন রেল পরিষেবা চালু না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যসামগ্রী, পেট্রোল, ডিজেল সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সড়ক পথে রাজ্যে আমদানি করা হবে।

আশীষ সাহা

● প্রথম পাতার পর

কর্মসংস্থান হারিয়ে এখন দিশেহারা অবস্থায় আছে।

কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে দেশের শিল্প বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে একটা নিম্নগামী পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের সরকারের কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেই। যার কারনে সারা দেশব্যাপী মানুষ মেহেঙ্গাই ও বেরোজগারির বিরুদ্ধে তাদের মত ও গণদেব তারা রায় প্রদান করছে। যারা এই দেশবাসীর আসল যে বাস্তব সমস্যা এগুলোর দৃষ্টি ঘুরিয়ে শুধু বিভাজন ও ধর্মীয় সুড়সুড়ি দিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার করে ক্ষমতায় ফিরতে চাইছে দেশবাসী তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে বলে এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা। আজকের সাংগঠনিক সভায় কংগ্রেস দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন গুলো ঢেলে সাজানোর জন্য ব্লক প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ আলোচনা করে আগামী এক পক্ষ কালের মধ্যে সমপন্ন করা এবং তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা প্রদেশ কংগ্রেস কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এদিনের সংগঠনিক সভায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ সাহা ছাড়া ছিলেন তপশিলি জাতির সভাপতি নিরঞ্জন দাস,ওবিসি রাজ্য সভাপতি মনোরঞ্জন দেবনাথ, জেলা ইনচার্জ মিলন কর, কংগ্রেস দলের দক্ষিণ জেলার সভাপতি মিদুল পাটারী , ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবাশীষ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সংঘর্ষ প্রকাশ্যে

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপারসন শাহজাহান মিয়া নাকি ওই দোকানদারদের ওই দোকান ছেড়ে উঠে যেতে চাপ দেয়। কিছু দোকানদার দোকান ছেড়েও দেয়। আর কিছু কিছু দোকানদার এখনো তাদের দোকানদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির কাছে দোকানদাররা জানিয়েছেন জায়গার প্রকৃত মালিক যিনি তিনি নাকি তাদেরকে কোন কিছুই বলেননি। বরং শাহজান মিয়া এবং মন্ডল প্রেসিডেন্ট তাদেরকে জায়গা ছেড়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করে। মন্ডল প্রেসিডেন্ট এবং সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন নাকি এই জায়গাটি ১২ কোটি টাকার বিনিময়ে ক্রয় করেছেন। উল্লেখ্য, জায়গার প্রকৃত মালিক দিলীপ বর্ধন এবং শম্ভু বর্ধন, জায়গার পরিমান এক কানি ১৫ গন্ডা। বর্তমানে এই বিষয়ে সোনামুড়া বাজার এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পরিবারের

● প্রথম পাতার পর

দত্তের বাড়িতে রাখার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন ওই দুই ব্যক্তি। যদিও বাবুল দত্ত এতে রাজি হননি। তারপর থেকেই বাবুল দত্ত মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। শেষ পর্যন্ত গত মঙ্গলবার তিনি বিষ পান করেন। তাকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেলে বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়। বাবুল দত্তের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ পুলিশের চাপে পড়ে মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন তিনি। এই খুন কান্ডের সঙ্গে বাবুল দত্তের কোন যোগ সূত্রই ছিল না। তাকে শুধু শুধু হেনস্থা করেছে প্রশাসন। যার ফলে তিনি বিষ পান করেছেন।

এদিকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে যদি এই খুন কাণ্ডের সঙ্গে কোন যোগসূত্র তার না থাকে তবে বাবুল দত্ত কেন বিষপান করলেন। বাবুল দত্তের আত্মহত্যার ফলে ভিকি খুনকান্ড কোন দিকে মোড় নেবে সেটাই দেখার।

শিলিগুড়িতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে আগুন ভিতরে কেউ না থাকায় রক্ষা

শিলিগুড়ি, ৯ মে (হি.স.): শিলিগুড়িতে আগুন ধরে গেল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে। শিলিগুড়ির শক্তিগড় এলাকার ঘটনা। বৃহস্পতিবার শক্তিগড় ৩ নম্বর রাস্তায় একটি বাড়ির সামনে গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল। জানা গিয়েছে, গাড়িটি সার্ভিসিং করে নিয়ে আসা হয়। হঠাৎই গাড়িটিতে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা।গাড়ির বোনেট থেকে প্রথমে আগুন বের হতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের বাড়ি থেকে জল দিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। গাড়ির ভেতরে কেউ না থাকায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। তবে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাড়িটি।

শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে কৌশানির রোড শো, জনজোয়ার দেখলে বারাবনি

আসানসোল, ৯ মে (হি.স.): আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে রোড শো করলেন অভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আসানসোলের বারাবনি ব্লকে রোড শো করেন তিনি।পানুড়িয়া তৃণমূল কার্যালয় থেকে এদিন কৌশানির রোড শো শুরু হয়। গিরমিন্ট মোড়ে গিয়ে রোড শো শেষ হয়। এদিন কৌশানির সঙ্গে হুডখোলা গাড়িতে ছিলেন মেয়র বিধান উপাধ্যায়-সহ ব্লকের নেতারা।

গ্রেপ্তার লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শার্প শুটার

কিশনগঞ্জ, ৯ মে (হি.স.): বিহার পুলিশের হাতে ধরা পড়ল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শার্প শুটার কৃষ্ণ কুমার ওরফে জয় প্রকাশ। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বিহারের যোগবানী থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে গ্রেফতার করে। জানা যায় সে নেপালে লুকিয়ে আছে। এরপরই আরারিয়ার পুলিশ সুপার অমিত রঞ্জন নেপালের মোরঙ জেলার বিরাটনগর থানার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোটা বিষয়টি জানায়।পুলিশের সুপার জানিয়েছেন, বিকানিরের একটি ফাইভ স্টার হোটেলের মালিককে অপহরণের অভিযোগে কৃষ্ণ কুমারকে গ্রেফতার করে রাজস্থান পুলিশ।

খেলাধুলা

রকির ৭ উইকেট, ঋতুরাজের দেড়শ” বিফলে ওপিসি-কে হারিয়ে ১ম জয় চলমান সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে চলমান সংঘ। তাও টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায়। হারিয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টারকে ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে। খেলা সন্তোষ মেমোরিয়াল এ ডিভিশন ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। প্রথম ম্যাচে পোস্টার এর কাছে ৪৬ রানে হেরে এক ধাপ পিছিয়ে গেলেও দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, বৃহস্পতিবার ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট এর বিনিময়ে ২৮৬ রান সংগ্রহ করে ব্যাটার্সরা বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয়। দলের পক্ষে তন্ময় দাসের ১৩৫ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, রকির ৬০ রান, কৃষ্ণ কমল আচার্যের ৩৩ রান, রঞ্জিত দেববর্মার ২৩ রান উল্লেখ করার মতো। তন্ময় ১২৭ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৫ রান সংগ্রহ করে। ওল্ড প্লে সেন্টারের রাহুল চন্দ্র সাহা ২৪ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, দ্বিপেন বিশ্বাস, অর্কজিৎ দাস, ঋতায়ন দে ও রোশন বিশ্বকর্মা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ওল্ড প্লে সেন্টারের ব্যাটসম্যানরা যথেষ্ট চেষ্টা করে ২০০ রানের গণ্ডি পের হলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ৪৫.১ ওভার খেলে ২১০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ফার্স ডাউনে নেমে ঋতুরাজ ঘোষ রায় দুর্দান্ত খেলে একাই ১৫৭ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা দূর অস্ত ঠেকে। ঋতুরাজ ১৪৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও ১৩টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করে। চলমান সংঘের রকি বোলিংয়েও দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে ২৮ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট দখল করে। ঋতুরাজ কে টিকিয়ে রেখে অপরদিকে একে একে উইকেট দখলের মধ্য দিয়ে ওপিসিকে আটকে দেয়। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে রকি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। কৃষ্ণ ধন নমঃ, জয়দেব দেব ও অঙ্কিত বিশ্বকর্মা প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছিল।

অল্টমাসের শতক, আরমানের অর্ধশতক বিসিসি-কে হারিয়ে জয় অব্যাহত হার্ভের

হার্ভে-৩২৬/৯ বি সি সি-৬৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অল্টমাস, আরমান হোসেনের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি অর্কজিৎ রায়ের অলরাউন্ড পারফরমেন্স। সব মিলে ২৬০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছে হার্ভে।

টানা দ্বিতীয় জয়। দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেলো হার্ভে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। টি আই টি মাঠের ২২ গজে রীতিমতো দাপট দেখিয়েই টানা ২ ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেন বিশ্বজিৎ পালের ছেলেরা। বৃহস্পতিবার হার্ভে জয়লাভ করে বিশাল ২৬০ রানে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে হার্ভের গড়া ৩২৬ রানের জবাবে বি সি সি মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের অল্টমাস শতরান এবং আরমান হোসেন অর্ধশতরান করেন।

টানা ২ ম্যাচে জয়লাভ করে কসমোপলিটন এবং পোলস্টারের সঙ্গে লিগ টেবিলের শীর্ষে হার্ভে। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে শুরু থেকেই বিপক্ষের বোলারদের উপর চরাও হয় হার্ভের ব্যাটসম্যান-রা। ওই আক্রমণ শুরুতে আরমান হোসেন নেতৃত্ব দেওয়ার পর আল্টমাস এবং অর্কজিৎ রায় শেষটা করেন।

ওই ত্রয়ীর দাপটেই বি সি সি-র বোলাররা দিশেহারা হয়ে পড়েন। এবং দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে হার্ভে ৯ উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩২৬ রান করে।

দলের পক্ষে অল্টমাস ৮৫ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ৭ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১৭, আরমান হোসেন ৫২ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩,অর্কজিৎ রায় ৩৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫ (অপ:), প্রখের ভর্মা ৩৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং সাহিল সুলতান ৪৭ বল খেলে ৩ টি বাউনডারির সাহায্যে ২৯ রান করেন। এছাড়া দল অদতিরিক্ত খাতে পায় ২৬ রান।

বি সি সি-র পক্ষে প্রলয় দাস ৪৬ রানে ৪ টি এবং সম্রাট বিশ্বাস ৩৮ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভের গড়া পাহাড় সমান রানের নিচে চাপা পড়ে যায় বি সি সি। দল মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে প্রলয় দাস ১৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং প্রীয়ান্স মিত্র ১৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন।

দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি। হার্ভের পক্ষে অর্কজিৎ রায় ১১ রানে ৩ টি, সাহিল সুলতান ৫ রানে এবং স্বরব সাহানি ১২ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। অর্কজিৎ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব, দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে।

সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী দিনে আজ ২ মাঠে ৪ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। আগামীকাল থেকেই শুরু হচ্ছে সদর আন্তঃ স্কুল বালকদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন। রেকর্ড সংখ্যক ২৭ টি স্কুল দল এবারকার আন্তঃ স্কুল সদর ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।

আগামীকাল সকাল সাড়ে ৮টায় নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির খেলবে রাম ঠাকুর পাঠশালার বিরুদ্ধে। একই মাঠে বেলা একটায় অপর ম্যাচে রবিশঙ্কর বিদ্যানিকেতন খেলবে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের বিরুদ্ধে।

এদিকে সকাল সাড়ে আটটায় বামুটিয়ার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল বিদ্যালয় খেলবে প্রাচ্য ভারতী স্কুলের বিরুদ্ধে।

বেলা একটায় অপর ম্যাচে শিক্ষা নিকেতন খেলবে শিশু বিহার স্কুলের বিরুদ্ধে। পরদিন ১১ মে একইভাবে সকাল সাড়ে ৮টায় নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে বড়দোয়ালী স্কুল খেলবে উমাকান্ত একাডেমির (বাংলা) বিরুদ্ধে। একই মাঠে বেলা একটায় অপর ম্যাচে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খেলবে সেন্ট পলস স্কুলের বিরুদ্ধে। এদিকে সকাল সাড়ে আটটায় বামুটিয়ার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে হোলি ক্রস স্কুল খেলবে বেলাবর স্কুলের বিরুদ্ধে। বেলা একটায় অপর ম্যাচে আসাম রাইফেলস খেলবে নিউ হিন্দি স্কুলের বিরুদ্ধে।

দীপ্তনু, রিয়াদের বোলিং, আলমের ব্যাটিং বি এস টি-কে হারিয়ে মৌচাকের ১ম জয়

ইউ বি এস টি- ১৪৮ মৌচাক-১৫১/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দীপ্তনু চক্রবর্তী ও রিয়াদ হোসেনের দুর্দান্ত বোলিং। পরে মোঃ আলমের দুরন্ত ব্যাটিং। সব মিলে দুর্দান্ত জয় মৌচাক ক্লাবের। এককথায়, আবারও হোঁচট খেলো ইউনাইটেড বি এস টি। এবার মৌচাকের বিরুদ্ধে। প্রথম ম্যাচে পরাজয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেয়েছিলো ইউনাইটেড বি এসটি।

এবার আবার পরাজিত হওয়ায় অনেকটাই পিছিয়ে গেলেন সমীর দেববর্মা-রা। অপরদিকে আসরে প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো মৌচাক। আসরে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে এসে। বৃহস্পতিবার মৌচাক ৫ উইকেটে পরাজিত করে ইউ বি এস টি-কে।

রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। পুলিশ ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ইউ বি এস টি-র গড়া ১৪৮ রানের জবাবে মৌচাক ৫ উইকেট হারিয়ে জযের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের মহ: আলম ৭৪ রান এবং দীপ্তনু চক্রবর্তী ৫ উইকেট দখল করেন।এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইউ বি এস টি ৩৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৪৮ রান করতে সক্ষম হয়। দীপ্তনু চক্রবর্তীর দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে তেমনভাঐবে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি ইউ বি এস টি-র ব্যাটসম্যামন-রা।

দলের পক্ষে সমীর দেববর্মা ৫৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, ওনকার তারমালে ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪, সুকান্ত রিয়াং ১৭ বল খেলে ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং এস এ সিদ্ধে ২২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করেন। মৌচাকের পক্ষে দীপ্তনু চক্রবর্তী ৪০ রানে ৫ টি, রিয়াদ হোসেন ৩২ রানে ৩টি এবং প্রতিকুল সেন ৪১ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ৪৩.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। প্রাথমিক ব্যর্থতার পর দলকে প্রথম জয় এনে দিতে মোক্ষম ভূমিকা নেন মহ: আলম। ঠান্ডায় মাথায় দুরন্ত ব্যাট করেন তিনি। ১৩১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে আলম ৭৪ রান করে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া দলের পক্ষে রাহুল সরকার ৪৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩, মহম্মদ: ইয়াসির শেখ ৪৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ (অপ:) রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। ইউনাইটেড বি এস টি-র পক্ষে হুবভেদ ভবিষ্কর ২০ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে দীপ্তনু পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

কলকাতায় জাতীয় সিনিয়র মহিলা ফুটবলে মনিপুর, হরিয়ানার মূলপর্বে খেলা নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত মণিপুরের। সঙ্গে অবশ্যই হরিয়ানাও রয়েছে। পরপর চার ম্যাচে জয় অব্যাহত রেখে মনিপুর ২৮ তম সিনিয়র মহিলা জাতীয় ফুটবল তথা রাজমাতা জিজাভাঈ ট্রফি ফুটবলে মূলপর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। মনিপুর বৃহস্পতিবার ওড়িশার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয়ী হয়েছে। একই গ্রুপে এক ধাপ পিছিয়ে থাকলেও হরিয়ানা ৩-০ গোলে বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রকে হারানোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। অপরদিকে মূল পর্বে খেলার প্রত্যাশা অনেকটা জিইয়ে রেখেছে। গ্রুপের অপর খেলায় সিকিম ৫-৪ গোলে ঝাড়খন্ডকে হারিয়ে চতুর্থ ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। মূল পর্বে খেলা অধরা হলেও সিকিমের পক্ষে এটি সান্তনার জয়। বুধবারে এ গ্রুপের খেলায় ওয়েস্টবেঙ্গল ৩-১ গোলে রেলওয়েজ কে, তামিলনাড়ু ২-০ গোলে চন্ডিগড় কে এবং দিল্লি ৩-২ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করেছে। কোন দলগুলো মূল পর্বে খেলবে তা এখনও নিশ্চিত নয়, তবে ওয়েস্ট বেঙ্গল, তামিলনাড়ু, রেলওয়েজ এবং দিল্লী এগিয়ে রয়েছে বলা চলে।

সন্ধান চাই

Ref :- Jirania PS GDP Dary No - 14
Dated : 07/05/24

পাশের ছবিটি শ্রীমতি খুন্ধরতি দেববর্মা, স্বামী শ্রী বলরাম দেববমা, সাং- বাস্করকোনরা পাড়া থানা - জিরানীয়া, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স - ৩৪ বছর উচ্চতা - ৫ ফুট, ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ ফর্সা চুল- কালো গঠন - স্বাস্থ্য পাতলা মুখ মন্ডল গোলাকার পরনে কুর্তি হত ০৩/০৫/২০২৪ ইং তারিখ কাউকে কিছু না বলে নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। অনেক খোজা খুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিচ ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্টোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৯ / ১০০
৩) জিরানীয়া থানা - ০৩৮১ ২৩৪ ৬২২২

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-153/24

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অক্ষয় তৃতীয় উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।।

রাতের আঁধারে নাশকতার আগুনে পুড়লো দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ মে: কৈলাসহর মহকুমা শাসক অফিস সংলগ্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে দোকানে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকায় একের পর এক দোকানে চুরির পর রাতের অন্ধকারে দোকান আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় গোটা শহর জুড়ে তীব্র আতংক বিরাজ করছে। পুলিশের ভুমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের খোদ মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত জয়রাম ভ্যারাইটিজ ও কম্পিউটার সেন্টার নামক এক দোকানে রাতের আধারে দুষ্কৃতকারীদের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা দোকান।

বুধবার রাত আনুমানিক ২টা নাগাদ কে বা কারা দোকানের তালা ভেঙে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে। কারন চুরির উদ্দেশ্যে কেউ দোকানের তালা ভাঙলে হয়তো দোকানে থাকা বিভিন্ন জিনিষপত্র চুরি করে নিতো। কিন্তু তালা ভেঙে দোকানের কোনো জিনিষ না নিয়ে শুধুমাত্র দোকানে আগুন লাগিয়ে ক্ষতি সাধন করেছে দোকানি সুচরিতা চক্রবর্তীর। বর্তমানে যে জায়গায় সুচরিতা দেবীর দোকান সেটি পুর পরিষদ থেকে দীর্ঘদিন ধরে ভাড়া নিয়েই দোকানদারী করে আসছিলেন তিনি। দোকানের পরিধি ছোট হওয়ায় ৯ই মে অন্য একটি দোকান ভাড়া নিয়ে বড় পরিসরে দোকান খোলার পরিকল্পনা ছিল সুচরিতা দেবীর। আর সেই খবর চাউর হতেই বুধবার রাত আনুমানিক ২ টা নাগাদ পরিকল্পিতভাবে উনার দোকানে আগুন লাগিয়ে দেয় কিছু দুষ্কৃতকারী।

দোকানে থাকা দুটো ফ্রিজ,কালার প্রিন্টার, লেপটপ, কম্পিউটার সহ অন্যান্য জিনিষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই আগুন লাগানোর ফলে প্রায় তিন লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন সুচরিতা চক্রবর্তী। কৈলাসহর পুর পরিষদ এলাকার চার নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা সুচরিতা চক্রবর্তী দীর্ঘ দিন ধরে ডাকবাংলা সংলগ্ন এলাকার পেছনেই একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। একা মহিলা হয়েও নিজের সংসার নিজেই রোজগার করে চালালেও কখনো হাত পাতেননি কারোর কাছে। এই অবস্থায় একা জীবন সংগ্রামের সাথে লড়াই করা এই মহিলার এত বড় ক্ষতি কে করলো তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।বর্তমানে সুচরিতা দেবী কৈলাসহর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও গোটা বিষয়টি মহকুমা শাসককেও লিখিত আকারে জানাবেন বলে জানা যায়। তবে শহরের প্রাণ কেন্দ্রে মহকুমা শাসক ও অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের অফিসের একদম কাছাকাছি এলাকায় এই ধরনের অগ্নিকান্ড নিয়ে শহর জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

আলু এবং পেঁয়াজের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক সদর মহকুমা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে: সোনারপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কিছুদিন রাস্তাঘাট বন্ধ থাকায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে পেয়াজ এবং আলু বেশি দামে বিক্রি করছে বলে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠে এসেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস আলু ও পেঁয়াজের পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন।

এদিনের বৈঠক সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে সদর মহকুমা শাসক জানান, সোনারপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাস্তা খারাপ হওয়ার ফলে যান চলাচল এবং রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। যার ফলে রাজ্যে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এসে পৌঁছতে পারছে না। কিন্তু তবুও রাজ্যের বাজার গুলিতে এখনো পর্যন্ত আলু এবং পেঁয়াজ প্রয়োজন অনুসারে মজুত রয়েছে। কিন্তু একাংশ স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীরা এই সংকটের দুর্ব্যবহার করে বেশি দামে আলু এবং পেঁয়াজ বিক্রি করছেন। যার ফলে প্রতারণার শিকার হচ্ছে একাংশ রাজ্যের জনগণ। বেশ কিছু বাজারে একাংশ ব্যবসায়ীরা আলু এবং পেঁয়াজ ৩৫ টাকা দরে বিক্রি করছেন বলে, খবর রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন তিনি পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে বর্তমান সময়ে রাজ্যের বাজার গুলিতে কি পরিমান আলু ও পেঁয়াজ মজুদ রয়েছে তার খোঁজখবর নিয়েছেন। পাশাপাশি কোন ব্যবসায়ী যেন দরকার পাশাপাশি কোন ব্যবসায়ী যেন অধিক মূল্যে আলু এবং পেঁয়াজ বিক্রি করতে না পারেন তার প্রতিও নজর দিচ্ছেন তিনি।

সদর মহকুমা শাসক আরো জানান, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যেই বাজারগুলোতে অভিযান চালানো হচ্ছে। কোন ব্যবসায়ী যেন অধিক মূল্যের সামগ্রী বিক্রি করতে না পারে তার প্রতি দপ্তর কড়া দৃষ্টি রাখছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

৫ দফা দাবির ভিত্তিতে সিডিপিও অফিসে স্মারক লিপি প্রদান করলেন অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ৯ মে: ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গণ্ডাছড়া ডুমুর নগর সিডিপিও - এর নিকট স্মারক লিপি প্রদান করেছেন অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও ওয়ার্কার্সরা। এদিন তারা এই দাবিগুলি পেশ করে অবিলম্বে সেগুলি পূরণ করার দাবি জানিয়েছেন। নতুবা বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দিয়েছেন অঙ্গণওয়ারী কর্মীরা।

স্মারক লিপিতে তাদের উল্লেখিত দাবি গুলি হল, প্রতি মাসে মাসে ফিডিং বিল প্রদান, পাঁচ মাস ধরে বকেয়া ফিডিং বিলের টাকা প্রদান করা, অঙ্গন ওয়ারী কর্মী এবং সহায়িকাদের ড্রেসের পরিবর্তে টাকা প্রদান, অঙ্গনওয়ারী সেন্টারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস গুলি দীর্ঘ যাবৎ পাওয়া যায় নি। তাই প্রতিটি সেন্টারে জিনিস গুলি দিতে হবে। অঙ্গয়ারী সেন্টারে গ্যাস ৩(তিন)মাস যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে। এই ৩(তিন) মাসের গ্যাসের টাকা প্রতি মাসে ১৫০০(পনেরোশ) টাকা করে ব্লেকে ক্রয় করতে হয়েছে, তাই এই টাকা গুলো বিলের মাধ্যমে প্রদান করা ইত্যাদি।

সিডিপিও অফিসার তাদের দাবিগুলি শুনে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আত্মঘাতী স্কুল ছাত্রী

আগরতলা, ৯ মে: আইসিএসই পরীক্ষায় কম নাম্বার পাওয়ায় মৃত্যুর পথ বেছে নিল স্কুল ছাত্রী। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল নিশা দেববর্মা। তার বাড়ি মান্দাই থানাধীন ব্লক পাড়া এলাকায়। সে পরীক্ষায় পাস করায় পরিবারের প্রত্যেককেই খুশি ছিল। তবে উপযুক্ত নাম্বার না পাওয়ায় বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়তে পারবে না বলে হতাশায় ভুগছিল সে। শেষ পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে ওই স্কুল ছাত্রী।

মৃতার বাবা জানিয়েছেন, কি কারনে সেই পথ বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না তারা। তিনি হঠাৎ দেখতে পান ঘরের দরজা বন্ধ। তখন বারবার ডাকাডাকি করেও নিশা দরজা খুলে নি। পরবর্তীতে ঘরের অন্য দরজা দিয়ে তিনি দেখতে পান সে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তড়িঘড়ি প্রত্যেককে মেলে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে।

সাব্রুম রেল স্টেশনে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৯ মে: রেলওয়ে পুলিশ থাকা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার সাব্রুম রেল স্টেশনের চুরি হয়ে যায় পাঁচটি বড় ব্যাটারি, ইউপিএস সহ জরুরী সামগ্রী। গোটা সাব্রুম জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

এই বিষয়ে সাব্রুম রেল স্টেশনে কর্মরত দেবব্রত চক্রবর্তী নামে এক কর্মী জানিয়েছেন, প্রত্যেক দিনের মত সকালে কাউন্টার খুলতে গেলে দেখেন তালা ভাঙ্গা। তারপর রুমের ভেতরে ঢুকে দেখেন পাঁচটি বড় ব্যাটারি, ইউপিএস ,জরুরী সামগ্রী চুরি হয়ে যায় এবং আলমারির তালা ভাঙ্গা। এই বিষয়ে সাব্রুম থানার পুলিশকে জানানো হয়। সাবরুম থানার পুলিশ এসে তদন্ত করেছে।

দেবব্রত বাবু আরও জানান, কখন চুরি হয়েছে ঠিক বলতে পারছেনা। তবে গভীর রাতে ঘটনা হতে পারে। সাবরুম রেল স্টেশনে আসা যাত্রীদের মনে প্রশ্ন জেগেছে , নাইটগার্ড বা আর পি এফ থাকা সত্ত্বেও কি করে রেল স্টেশনে থেকে চুরি হয়ে যায়। এর আগেও সাবরুম রেলস্টেশন থেকে সিলিং ফ্যান চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি চোরের হদিস। চুরির বিষয় নিয়ে রেল স্টেশন ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে গেলে তিনি কোন কথা বলতে নারাজ।

এ নিয়ে উপস্থিত সাবরুম রেল স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ইউ পি এস এর সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি হয়ে যাওয়ায় আজ সকাল থেকে সাবরুম রেল স্টেশনে টিকিট বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে। টিকিট না পেয়ে নিরুপায় হয়ে বিনা টিকিটে যাত্রীরা রেলে চড়তে বাধ্য হয়েছেন। তাতে রেলের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আগামীকাল এবছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৯ মে: আগামীকাল এবছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় লোক আদালতে নিষ্পত্তির জন্য উঠবে ১৭,৯৩৮ মামলা। রাজ্যে বসছে এবছরের দ্বিতীয় জাতীয় লোক আদালত। সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে আদালতের কাজ। ত্রিপুরা হাইকোর্ট ছাড়াও রাজ্যের সব জেলা এবং মহকুমা আদালত চত্বরে সরকারি ছুটির দিনে এই লোক আদালত বসবে। মোট ৪২ টি বেঞ্চে ১৭,৯৩৮ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে।

এর মধ্যে মামলা পূর্ববর্তী বিরোধ সংক্রান্ত ৪,০৭৪ টি বিষয় এবং আদালতে বিচারাধীন ১৩,৮৬৪ টি মামলা রয়েছে। জাতীয় লোকআদালতে মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলা ৩২১ টি, ব্যাংক ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত ৪,০৭৪ টি মামলা, আপোষযোগ্য ফৌজদারি বিরোধের (এমবি অ্যাক্ট, টিপি অ্যাক্ট, টিজি অ্যাক্ট, এক্সাইস অ্যাক্ট) ১৩,২৬৯ টি মামলা, বৈবাহিক বিরোধের ১৯৭ টি মামলা, চেক বাউন্স সংক্রান্ত ৫৩ টি মামলা, চাকরি সংক্রান্ত বিষয় ৮টি, জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ১১ টি মামলা এবং দেওয়ানি সংক্রান্ত ৫ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। এরমধ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে একটি বেঞ্চ বসবে। এই বেঞ্চে ৪৬ টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য তোলা হবে। আগরতলা আদালত চত্বরে লোক আদালতে সবচেয়ে বেশি ৮টি বেঞ্চ বসবে।ইতিমধ্যে মামলার পক্ষ-বিপক্ষ/উভয়পক্ষকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। লোক আদালতে নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা গত ১ মে থেকে সংশ্লিষ্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ও মহকুমা আইনি সেবা কর্তৃপক্ষের অফিসে যোগাযোগ করে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিচ্ছেন।

লোক আদালতে নোটিসপ্রাপ্ত হয়ে আসা লোকজনদের সাহায্য করবেন প্যারা লিগ্যাল ভলান্টিয়াররা। ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব ঝুমা দত্ত চৌধুরী দ্রুত ও বিনা আইনি খরচে সংশ্লিস্ট সবাইকে মামলা নিষ্পত্তির সুবিধা নিতে অনুরোধ করেছেন।

ব্রাউন সুগার সহ আটক নেশাকারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৯ মে: নেশায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যুব সমাজ।ব্রাউন সুগার সহ বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে আটক নেশা কারবারি। পর্বতী সময়ে তাকে বিশ্রামগঞ্জ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্রামগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রি করে যুবকদের নেশায় আসক্ত করে তুলছে বাগমা কড়ুইমুড়া এলাকার নেশা কারবারি জসীম মিয়া। বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীরা পূর্বে জসীম মিয়াকে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করতে বারণ করেছেন। বাজার ব্যবসায়ীদের সেই কথায় কোন রকম কর্ণপাত করে নি জসীম মিয়া।বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার সকাল বেলায় বিশ্রামগঞ্জ বাজারে যুবকদের কাছে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে আসা জসীম মিয়াকে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীরা নেশা সামগ্রী সহ আটক করে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়।পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে দুটি ব্রাউন সুগারের কন্টেনার সহ আটক নেশাকারবারী জসীম মিয়াকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।উল্লেখ্য, বিশ্রামগঞ্জ সহ পাহাড়ি এলাকার যুবকরা ইতিমধ্যে ব্রাউন সুগারের নেশায় সম্পূর্ণ আসক্ত হয়ে উঠেছেন। আর নেশা কারবারীরা প্রতিনিয়ত নেশায় আসক্ত যুবকদের চড়া দামে ব্রাউন সুগারের কন্টেনার বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছেন। ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে থাকার যুবকরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে চুরি ছিনতাই সহ অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যকে নেশা মুক্ত করতে সরকার যেভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তারপরও নেশা কারবারীরা কিন্তু পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিকদের ম্যানেজ করে তাদের সে নেশা বাণিজ্য জারি রেখেছে। রাজ্যে যে হারে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে তার থেকেও অধিক নেশা সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করছে। অতএব নেশার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে প্রথমত এগিয়ে আসতে হবে সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণ। ব্রাউন শোকারের নেশায় আগামী প্রজন্ম যে ধ্বংসের মুখে সেই কথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ইতিমধ্যে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছেন এমনকি নেশা কারবারীদেরও গ্রেফতার করেছেন। কিন্তু কি হবে নেশা কারবারীরা সেটা ভালোই জানে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশ তাদেরকে ন্যূনতম ছয় থেকে তিন মাস জেল-হাজতে রাখতে পারবে পুনরায় সে বেরিয়ে এসে তার বাণিজ্য আবার চালিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামীণ বাজারে দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ঊর্ধগতিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৯ মে: সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে গ্রামীন বাজারগুলিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। একেবারে অসহায় সাধারণ পরিবারের ক্রেতারা, যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুন।

এদিকে এই বাজার মন্দার মধ্যেই বৃহস্পতিবার কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত যতগুলি বাণিজ্যিক এলাকা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম বাজার কাঠালিয়া। ওখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানীরা পসরা সাজিয়ে বসে বিক্রির জন্য। কিন্তু দেখা গেল, একদিকে জিনিসপত্রের দাম যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে অপরদিকে ক্রেতা সাধারনের সংখ্যাও অনেকটাই কমে গেছে হাট বাড়েও। ক্রেতাদের অভিযোগ সমস্ত জিনিসপত্রের দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে একেবারে ওষুধ থেকে শুরু করে সবজি অব্দি। কিন্তু বাড়তি টাকা কোথায় পাবো? এমনিতে নেই রুজি রোজগার! তার উপর জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার কি করে চালাবো। এক শ্রেণীর মানুষ একেবারে অসহায়। নির্বিকার প্রশাসন!

অপরদিকে ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে বলেন পাইকারি বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে মালিকপক্ষ। এতে করে তারাও সংকটে। ফলে রাজ্য প্রশাসন যেন জিনিস পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহন করেন তার দাবি জানিয়েছেন গ্রাম পাহাড়ের সাধারণ নাগরিকেরা।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসনের অভিযানে অবৈধভাবে মজুত রাখা ৫৫ লেটার পেট্রোল, ১২২ লিটার ডিজেল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি,তেলিয়ামুড়া, ৯মে: পেট্রোল ডিজেলের কালোবাজারি রুখতে ময়দানে নেমে সফল অভিযান চালালেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও মহকুমা খাদ্য দপ্তর। দপ্তরের অভিযানের মধ্য দিয়ে উদ্ধার হয় অবৈধ মজুতকৃত প্রচুর পরিমাণ পেট্রোল ডিজেল।উল্লেখ, বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে গোটা রাজ্যে পেট্রোল এবং ডিজেলের চরম সংকট চলছে। ফলে সাধারণ মানুষকে পেট্রোল পাম্পে লম্বা লাইন ধরে নির্দিষ্ট পরিমাণ পেট্রোল কিনতে হচ্ছে। রাজ্যে পেট্রোল ডিজেলের এই চরম সংকটকে হাতিয়ার করে অসাধু পেট্রোল এবং ডিজেলের কালোবাজারি বিভিন্ন চক্র ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে গোটা রাজ্যের সঙ্গে তেলিয়ামুড়া মহকুমায়ও।

অভিযোগ, ঐ সকল কালোবাজারি চক্রগুলি পেট্রোল ডিজেলের সংকটকালীন অবস্থায় চড়া দামে সাধারণ মানুষজনের কাছে পেট্রোল ডিজেল বিক্রি করে জনসাধারণের পকেট কাটছে।তেলিয়ামুড়া মহকুমায় ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে ওঠা ওই সকল পেট্রোল ডিজেল কালোবাজারি চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কঠোর হাতে ময়দানে নামে তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন ও মহাকুমা খাদ্য দপ্তর।

বৃহস্পতিবার পেট্রোল ডিজেলের কালো বাজারির বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া মহকুমার ঘিলাতলী, কল্যাণপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদকৃত মোট ৫৫ লিটার পেট্রোল এবং ১২২ লিটার ডিজেল উদ্ধার করে দপ্তর। এদিনের এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী। এছাড়াও এদিনের এই অভিযানের অংশ ছিলেন তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর কমলেন্দু ধর সহ পুলিশ ও খাদ্য দপ্তরের কর্মীরা। এদিনের এই অভিযানের বিষয়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক শুভঙ্কর চৌধুরী জানান, পেট্রোল ডিজেলের কালোবাজারি রুখতেই মূলত উনাদের এই অভিযান। তাছাড়া এদিনের এই অভিযানের মধ্য দিয়ে উদ্ধারকৃত পেট্রোল ডিজেলগুলি সরকারি নিয়ম অনুসারে পেট্রোল পাম্পের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যাতে করে সাধারণ মানুষ ন্যায্য মূল্যে এই পেট্রোল ডিজেলগুলি পেতে পারে। তিনি আরো জানান, আগামী দিনেও যদি পুনরায় তেলিয়ামুড়া মহকুমায় এই ধরনের চক্রের সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ এদের বিরুদ্ধে কঠোর হাতে ব্যাবস্থা নেবে দপ্তর।

নিখোঁজ ব্যক্তির পরিবারের পাশে দাঁড়ালো আইপিএফটি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি,শান্তিরবাজার, ৯ মে: নারাইফাং এলাকায় নিখোঁজ হওয়া যুবকের পরিবারের লোকজনের পাশে দাঁড়ালো আইপিএফটির কর্মী সমর্থকরা।

ঘটনার বিবরনে জানাযায়, গত ৩০ শে এপ্রিল শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত নারাইফাং এলাকার বাসিন্দা ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সহ বেশ কয়েকজন শাখবাড়ীর বাসিন্দা মানজিৎ ত্রিপুরা ও আভাংছড়ার বাসিন্দা জ্যাকব ত্রিপুরার হাত ধরে কাজের সন্ধানে বহিঃ রাজ্যে পাড়ি দেয়। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ গত ৩রা মে ধনঞ্জয় ত্রিপুরার সঙ্গে শেষবারের মতো কথা হয়েছে। তারপর থেকে তিনি নিখোঁজ বলে জানান।

ধনঞ্জয় ত্রিপুরা চেন্নাই শহরের কোয়েনবাটু রেলস্টেশন থেকে নিখোঁজ হয়ে পরে বলে জানা যায়।

ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে। এই ঘরটি সঠিকভাবে নির্মান করতে ও পরিবারের লোকজনদের সঠিকভাবে লালন পালন করতে বহিঃরাজ্যে পাড়ি দেন। কিন্তু বহিঃরাজ্যে গিয়ে তিনি নিখোঁজ হয়ে পরেন। উনার নিখোঁজ হবার খবর পেয়ে উনার বাসভবনে ছুটে যান আই পি এফ টির কর্মী সমর্থকরা। উনারা নিখোঁজ ব্যক্তিকে খোঁজে পেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। বিষয়টি রাজ্য সরকারের নজরে নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আই পি এফ টির কর্মীসমর্থকদের কাছে পেয়ে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছে পরিবারের লোকজনেরা।

চুরি করতে এসে হাতেনাতে আটক চোর

আগরতলা, ৯ মে: বাজারে দিন দুপুরে চুরি করতে এসে হাতেনাতে আটক হয়েছে এক চোর। আটক চোরের নাম সুজিত দাস। বাড়ি দাম ছড়ার মগটিলা এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ পানিসাগরের জলে বাসা বাজারের ব্যবসায়ী বিমল নাথ কিছু সময়ের জন্য দোকান খালি ফেলে পার্শবর্তী এলাকায় গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এসে লক্ষ্য করেন তার দোকানের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। দৌড়ে গিয়ে দোকান মালিক বিমল না তাকে আটক করেন। প্রথমে সে চুরি করে টাকা পয়সা নিয়ে যাওয়ার কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। দোকান মালিকের চিৎকারে পার্শবর্তী দোকানের লোকজনরাও ছুটে আসেন। তাকে আটক করে রেখে দোকান মালিক দোকানের ভিতরে ঢুকে দেখেন ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা-পয়সা সবকিছু নিয়ে গেছে। উত্তেজিত জনতা আটক চোরকে উত্তম মাধ্যম দেন। উত্তম মধ্যম খেয়ে সে ঘটনার দায় স্বীকার করে এবং টাকা পয়সা তাদের হাতে তুলে দেয়। খবর পাঠানো হয় পানি সাগর থানায়। পুলিশ এসে তাকে থানায় নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা অটো রিক্সা এবং ই-রিক্সা স্ট্যান্ডের প্রভাবে নাজেহাল মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৯ মে: খোয়াই শহরের বিভিন্ন প্রধান সড়কের পাশে অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা অটো রিক্সা এবং ই-রিক্সা স্ট্যান্ড এর প্রভাবে নাজেহাল পথচারী সাধারণ মানুষ। ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় শহরের মূল সড়কের পাশেই বিভিন্ন যানবাহনে ক্রমশ উৎপন্ন হচ্ছে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।অভিযোগ ক্রেতা সহ সাধারণ জনগণের পার্কিং করা বাহন নিয়ন্ত্রণেও কোনও ধরনের প্রশাসনিক তদারকির অভাবে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে মূল শহরের বিভিন্ন এলাকাতে। কয়েক মাস আগেই প্রশাসন তরফে ফলাও করে ঘোষণা করা নো পার্কিং জোন যেনো আজ পরিণত অঘোষিত পার্কিংয়ের জায়গায়। বিগত দিনে সুভাষ পার্ক এলাকায় ট্রাফিক নো পার্কিংয়ের পক্ষে বিভিন্ন অভিযানে নামলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে যানজটে আবদ্ধ শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় গায়েব ট্রাফিক কর্মীরা। মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন বিবেকানন্দ তেমুহনী এলাকা এবং ওই স্থান থেকে মহারাজগঞ্জ বাজারগামী সড়ক আবদ্ধ হয়ে সকাল বিকেল সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজটে। তা মোকাবিলায় ট্রাফিক কর্মী সহ আধিকারিকদের অনুপস্থিতির অভিযোগ তোলেন এবং একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন স্থানীয় দোকানিরা। তাঁরা জানান, নৃপেন চক্রবর্তী এভেনিও এবং তার পারিপার্শকি এলাকাতে যানজট ঘিরে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও কোনও ধরণের হেলদোল নেই ট্রাফিক দপ্তরের। এদিকে নৃপেন চক্রবর্তী চৌমুহনী এলাকায় পারিপার্শিক এলাকাতে সকাল হতে না হতেই ট্রাফিক তদারকির অভাবে এই খালি জায়গাতে অবৈধ পার্কিং নিয়ে প্রশ্ন উঠছে জনমনে।অন্যদিকে যানজটের একই চিত্র বিদ্যমান শহরের এবং তার পার্শবর্তী এলাকাতেও। বিগত কয়েকমাস আগে খোয়াইয়ের প্রধান বাজার এলাকা অর্থাৎ নৃপেন চক্রবর্তী চৌমুহনী থেকে রাধা-কৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন বিবেকানন্দ তেমুহনীতে নিষিদ্ধ কর হয় ই-রিকশা এবং অটো চলাচল। আজব বিষয় খোয়াই মিউনিসিপাল কাউন্সিল এর তরফে বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা জারি করা সত্ত্বেও কোন অজ্ঞাত কারণে এই নিয়ম বর্তমানে লুপ্ত ।ভুক্তভোগী স্থানীয় জনগণের ধারণা সংগ্রামী ই রিক্সা চালকদের রাজনৈতিক ক্ষমতাবলে উধাও হয়েছে প্রশাসনের তরফে জারি সেই নিয়ম নির্দেশিকা। মাঝেমধ্যে ট্রাফিক কর্মীরা যান চলাচল সুগম করতে কর্তব্য পরায়ণ সক্রিয়তা দেখালেও ট্রাফিক জ্যামে অতিষ্ঠ হয়ে সাধারণ নাগরিকদের মাঠে নামার ঘটনা ঘটছে প্রায়শই। শুধু তাই নয় বেসরকারি কারীর পাশাপাশি মাঝে মাঝেই নো পার্কিং জোনে পার্কিংয়ে দেখা যায় বিভিন্ন সরকারি গাড়িও ।শুধু হাত মেরেই ক্ষান্ত থাকতে হয় ট্রাফিক কর্মী বা অসহায় টি এস আর বাহিনীর। তবে শহরবাসীকে এই যানজটের সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে প্রশাসনের তরফে পার্কিং এবং নৌ পার্কিং জন সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত করে মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন সহ দরকার বিভিন্ন সময়ে ট্রাফিক অভিযান। তবেই যানজট মুক্ত শহর গড়ে তোলা সম্ভব বলে অভিমত বিভিন্ন পেশার শহরবাসীদের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।